NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পুস্তক পরিচয়: ব্যথার পুঁতি আর ঝিকমিক রোদের গুঞ্জন

আবাসের ঘর ফিরিয়ে নজির খানাকুলের বৃদ্ধ দম্পতির ৬

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.12.2024, Vol.18, Issue No. 184 8 Pages, Price 3.00

সাভারকরকে মনে করিয়ে সংসদে তোপ রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: কোনওদিনই সংবিধানকে সম্মান করেনি বিজেপি-আরএসএস। সংসদে সাভারকরের উদাহরণ তুলে শাসক শিবিরকে তুলোধোনা করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রাহুলের অভিযোগ, 'সংঘ পরিবার সংবিধানে বিশ্বাস করে না, মনুস্মৃতিতে বিশ্বাস করে।'

ভারতীয় সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংসদে বিশেষ আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় একদিন আগেই বিজেপিকে তুলোধোনা করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'দেশ সংবিধান মেনে চলে, সংঘের বিধান নয়।' রাহুল গান্ধি এদিন সুর আরও চড়ালেন। লোকসভায় দাঁড়িয়ে কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্পষ্ট বলেছিলেন, আমাদের সংবিধানে ভারতের কিছু নেই। আজ আপনারা (বিজেপি) সংবিধান রক্ষার কথা বলছেন মানে সাভারকরকে মানছেন না। তাঁকে ছোট করছেন, তাঁকে অসম্মান করছেন।' রাহুলের বক্তব্য, 'আমরা দিনরাত সংবিধানকে অনুসরণ করি। কিন্তু বিজেপি সেটা করে না। ওদের বই হল মনুস্মৃতি।'

সাভারকরকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় এর আগে একাধিকবার বিপাকে পড়তে হয়েছে রাহুলকে। তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছে। আদালতের চক্কর কাটতে হয়েছে। তবে তাতে দমছেন না রাহুল। এদিন সংসদে ফের সাভারকরের নাম করে তোপ দাগেন তিনি। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'গান্ধিজিকে জেলে যেতে হয়েছে, নেহরুকেও জেলে যেতে হয়েছে, অথচ সাভারকর ইংরেজদের কাছে মাফিনামা পাঠালেন।' রাহুল গান্ধির অভিযোগ, সাভারকর ইংরেজদের সঙ্গে আপস করেছিলেন।

ঘটনাচক্রে যেদিন রাহুল সংসদে দাঁড়িয়ে সাভারকরকে তোপ দাগলেন, সেদিনই পুরনো মন্তব্যের জেরে বিরোধী দলনেতাকে সমন পাঠাল উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের এক আদালত। গত বছর ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন মহারাষ্ট্রের এক সভায় সাভারকরকে নিয়ে একই রকমের মন্তব্য করেছিলেন রাহুল। যা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন নৃপেন্দ্র পাণ্ডে নামের এক আইনজীবী। সেই মামলায় আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে রাহুলকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

'বৈচিত্রের ভারতে বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে বিরোধীপক্ষরা'

সংসদে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: যে অভিযোগে বারবার বিদ্ধ হতে হয় তাঁকে, এবার সেই অস্ত্রেই বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনার জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'ভারত বৈচিত্রের দেশ। কিন্তু এই বৈচিত্রের ভারতে বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে কেউ কেউ।'

সংসদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তিতে আয়োজিত আলোচনা সভার জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বললেন, ভারত আজ শুধু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র নয়, এটা গণতন্ত্রের জননী। মোদির কথায়, 'ভারত বৈচিত্রের দেশ ঠিকই। কিন্তু সেই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই আমাদের বৈশিষ্ট। ভারত আসলে অনেকগুলি গণতন্ত্রের সমাহার।' সংসদে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'একেবারে শুরু থেকে ভারতীয় সংবিধান বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব বুঝেছে। ভারতের গণতন্ত্রের অতীত খুবই প্রগতিশীল। কিন্তু আজ অনেকে এই সংবিধান দিবসের উৎসবে যোগ না দিয়ে বিভেদের বিষ ছড়াচ্ছে।'

এর পরই সরাসরি গান্ধি পরিবারকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন মোদি। বলেন, '১৯৭৫ সালে সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। নাগরিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের মাথায় যে এর পাপ, তা কখনও মিটবে না। কারণ, গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছিল।'

মোদি বলেন, 'সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ৭৫ বছরে ৫৫ বছরই রাজত্ব করেছে একটা পরিবার। কংগ্রেসের সেই পরিবার সংবিধানকে আঘাত করার কোনও সুযোগ ছাড়েনি। কংগ্রেসের সেই কুবিচার, কুনীতির প্রভাব আজও রয়েছে। দেশকে আজও ভুগতে হচ্ছে। এই পাপ কোনওদিন মোছা যাবে না।' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, সংবিধান যখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই সেটাকে বদলে ফেলার পক্ষে সওয়াল করতেন। আর ইন্দিরার

আমলের জরুরি অবস্থার দাগ কোনওদিন মোছা যাবে না। জম্মু ও কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের কারণও এদিন ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ২ দিনের সংবিধান বিতর্ক শুক্রবার শুরু হয়। একাধিক সাংসদ বক্তব্য রাখেন। সেখানে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে বিরোধীদের। জবাব দিয়েছে বিজেপি ও তার শরিকরা।

এদিন সংসদে সংবিধান বিতর্কে অংশ নিয়ে একের পর এক ইস্যু তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, 'ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। শুধু তাই নয়, ভারত গণতন্ত্রের জননী।' জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের একতা আমাদের প্রাধান্য। সেই একতায় বাধা ছিল সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ। দেশে একতার জন্য ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়েছে।'

এদিন আয়ুষ্মান ভারতের প্রসঙ্গও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'এক দেশ এক স্বাস্থ্য কার্ডের জন্য আয়ুষ্মান ভারতের সূচনা করা হয়েছে। যাতে বিহারের কোনও ব্যক্তি দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে পারেন।' নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নতুন শিক্ষানীতির ফলে এখন যেকোনও পড়ুয়া নিজের মাতৃভাষাতেই পিএইচডি করতে পারেন।'

সংবিধানের শক্তির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। তাহলে কীভাবে আসতাম? আমার মতো অনেকে রয়েছেন, যাঁদের কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তাঁরা এখানে কী করে আসতেন? এটা আমাদের সংবিধানের জন্য সম্ভব হয়েছে।'

সন্দীপ জামিন পেতেই রাজপথে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমার খুন-ধর্ষণ কাণ্ডে একদিন আগেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। জামিন পেয়েছেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। আদালতের রায়ের পর সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নির্যাতিতার মা-বাবা। ৯০ দিন কেটে গেলেও কেন সিবিআই চার্জশিট দিতে পারল না সেই প্রশ্ন জোরাল হয়েছে। রায়ের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কলকাতার রাস্তায় ফের আছড়ে পড়ল প্রতিবাদের ঢেউ। বাম থেকে কংগ্রেস, প্রায় সব বিরোধী দলের কর্মীদেরই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেল। নিজাম প্যালেসের সামনে তো একেবারে রণক্ষেত্র। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তিও হল কংগ্রেস কর্মীদের।

পথে চিকিৎসকেরাও

অন্যদিকে, ধর্মতলায় প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গিয়েছে চিকিৎসক সংগঠনগুলিকেও। করুণাময়ীতে প্রতিবাদ মিছিল করতে দেখা গেল এসইউসিআই-কে। কলেজস্ট্রিটে বিক্ষোভ কর্মসূচি করল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-কেও। 'তিলোত্তমা ভেব না, সেটিং হতে দেব না', এই ব্যানার সামনে রেখে চলল স্লোগান। এসএফআই নেতা দেবাঞ্জন দে বলেন, 'রাজ্য সরকার বারবার তথ্য প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে। বিচার প্রক্রিয়া দেরি করানোর চেষ্টা করেছে। এখন আমরা দেখছি বিচারের নামে প্রহসন চলছে। সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মণ্ডলের মতো ক্রিমিনালরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। গোটা রাজ্যের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সিবিআইয়ের চার্জশিট দিতে দেরি হওয়ার কারণ কী এর উত্তর সিবিআইকে দিতে হবে।'

ফুঁসে উঠেছে কংগ্রেসও। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'এতদিন হয়ে গেল তাও সিবিআই চার্জশিট দিতে পারল না। অন্যায় হয়ে গেলে মানুষ বিচার চাইবে কোথায়?'

দিল্লির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শাহকে চিঠি দিলেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: বিধানসভা ভোটের আগে 'দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি' নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সভাপতি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'দিল্লি এখন দুষ্কৃতীদের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে।' 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' দিল্লির আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনী সেখানকার আপ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নয়। শাহের মন্ত্রকের হাতেই রয়েছে দিল্লি পুলিশের ভার। বিধানসভা ভোটের আগে তাই বিষয়টি নিয়ে কেজরি কেন্দ্র তথা বিজেপির উপর চাপ বাড়াতে সক্রিয় হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আগামী ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট হতে পারে। সে ক্ষেত্রে চলতি মাসেই নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করতে পারে ভোট-নির্ঘণ্ট। এই আবহে শনিবার

কেজরি বলেন, 'দেশের ১৯টি বড় শহরের মধ্যে দিল্লিতে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং খুনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তোলাবাজ চক্র সক্রিয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিমানবন্দরে বোমার হুমকি, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দিল্লিতে সাড়ে তিনশো গুণ বেড়েছে। দিল্লির বাসিন্দারা তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।' গত ৭ ডিসেম্বর সকালে দিল্লির শাহদারা এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে খুন হয়েছিলেন এক বাসন বিক্রেতা। গুলি করে খুন করা হয়েছিল তাঁকে। অন্যদিকে, সে দিন দুপুরে রাজধানীর গোবিন্দপুরী এলাকায় শৌচাগার পরিষ্কার নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষে এক জন খুন হন। আহত হন দু'জন। ওই জোড়া মৃত্যুর পরেই শাহের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন কেজরি। বলেছিলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন ভোট নিয়ে ব্যস্ত। তাই দিল্লি দুষ্কৃতীদের দখলে চলে গিয়েছে।'

গল্ফগ্রিন কাণ্ডে উদ্ধার মহিলার আরও দেহাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার উদ্ধার হয়েছিল প্লাস্টিকে মোড়া কাটা মুণ্ড। শনিবার মিলল আরও দেহাংশ। কলকাতার গল্ফগ্রিনের ওই ঘটনায় অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। টানা জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মৃতার জামাইবাবু। জেরার মুখে মহিলাকে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্ত। শনিবার দীর্ঘ জেরার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আতিউর লস্কর। তাদের দাবি, জেরার মুখে অভিযুক্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পাশাপাশি, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মহিলার বাকি দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে শ্যালিকাকে কেন খুন করলেন ওই ব্যক্তি, তা জানতে এখনও তদন্ত চলছে। মৃতার সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্ক ঠিক কী রকম ছিল, সম্পর্কের টানাপড়েনের জেরেই মহিলাকে খুন হতে হল কি না, সে সবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার রাতেই মৃতার নাম, পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মহিলার নাম খাদেজা বিবি। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা ছিলেন। তদন্তের স্বার্থে রাতেই বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গড়া হয়। খতিয়ে দেখা হয় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। এর পরেই সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার মৃতার জামাইবাবু

শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকায় একটি বহুতল আবাসনের পিছনে আবর্জনার স্তূপ থেকে ওই মহিলার কাটা মাথা উদ্ধার হয়েছিল। প্লাস্টিকে মুড়ে রাখা ছিল মাথাটি। খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। নিয়ে আসা হয় পুলিশের ডগ স্কোয়াড। এর পর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'স্নিফার ডগ' নিয়ে নিকটবর্তী একটি আবাসনেও যান তদন্তকারীরা। আবাসনের বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

কৃষকদের অভিযান আটকাল পুলিশ

■ কৃষকদের 'দিল্লি চলো' অভিযানকে কেন্দ্র করে ১০১ জন কৃষক দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন সকালে। কিন্তু শম্ভু সীমানায় তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। আন্দোলনরত কৃষকেরা ব্যারিকেড টপকে এগোতে গেলেই বিক্ষোভকারীদের জমায়েত হটাতে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। সংঘর্ষে ১৭ জন কৃষক আহত হয়েছেন বলে খবর।

লিখিত বিবৃতি হাসিনার

■ ভারতে বসে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরোধিতা করাকে ভাল ভাবে নিচ্ছে না ঢাকা। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রিকে সে কথাই জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসীম উদ্দিন। এ বিষয়ে ভারত সরকারের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন বিক্রম। বিদেশ সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং (স্থায়ী) কমিটির বৈঠকে তিনি জানান, ভারতে থেকে হাসিনা মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে বিবৃতি সমর্থন করে না নয়াদিল্লি। এই আপত্তির পর এ বার নাম না করে ইউনূস প্রশাসনকে নিশানা হাসিনার।

কালিম্পঙকে টেক্কা দিল দক্ষিণের পাঁচ শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার ঠান্ডায় উত্তরবঙ্গের কালিম্পংকে টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণের অন্তত পাঁচটি শহর। পাঁচ জায়গাতেই তাপমাত্রা ছিল কালিম্পঙের চেয়ে কম। তবে সবচেয়ে ঠান্ডা ছিল দার্জিলিঙে (সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।

শনিবার কালিম্পঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার চেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল পুরুলিয়ায় (৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঠান্ডায় দার্জিলিঙের পরেই জায়গা করে নিয়েছে পুরুলিয়া। এ ছাড়া, শনিবার শ্রীনিকেতনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.২ ডিগ্রি,

আসানসোলে ছিল ৯.৫ ডিগ্রি, সিউড়িতে ছিল ৯.৪ ডিগ্রি এবং ঝাড়গ্রামে ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহ হবে। এ ছাড়া, সকালের দিকে কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায়। উত্তরবঙ্গের সব ক'টি জেলাতেই সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। তার জেরে কমে যেতে পারে দৃশ্যমানতাও। আলিপুরের পূর্বাভাস বলছে, আপাতত উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রায় খুব বড় কোনও হেরফের হবে না। আগামী দু'দিনে এই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে তিন থেকে চার ডিগ্রি কম। তার পরের তিন দিনে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি কম থাকবে তাপমাত্রা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। সেই নিম্নচাপের অভিমুখ থাকবে তামিলনাড়ুর উপকূল এলাকার দিকে। এই মুহূর্তে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসমের উপরে। এ ছাড়া, লক্ষদ্বীপ এবং মলদ্বীপের উপরেও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।

ফের অসুস্থ আদবানি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর: অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে নবতিপর নেতাকে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, শুক্রবারই অসুস্থ হয়ে পড়েন আদবানি। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় নয়া দিল্লির হাসপাতালে। সেখানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ বিনীত সূরির নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল তাঁকে সর্বক্ষণের পর্যবেক্ষণে রেখেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I SREEMANA DEY D/O RAMENDRA MOHAN DAS & W/O DEBATRA KUMAR DEY residing at 56, Old Calcutta Road, Sukantapally, P.O.: TALPUKUR, District : North 24 Parganas, Kolkata- 700123 have changed my name and shall henceforth be known as SREEMANA DAS DEY as declared before the Notary Public Barrackpore Court, North 24 Parganas, West Bengal vide affidavit filed dated 09.12.2024. SREEMANA DEY and SREEMANA DAS DEY are same and identical person.

হারানো প্রাপ্তি

আমার মক্কেল অশোক পান, পিতা ৺সুবোধ চন্দ্র পান, ঠিকানা- রাজা রোড, পোঃ- সুখচর, থানা- খড়দহ, ২৪ পরগণা (উঃ), কলকাতা - ৭০০১১৫, ০১/১০/২০২৪ তারিখে উনার নিজের বাড়ী হইতে অরিজিনাল দলিলটি হারিয়ে যায়(নং-৪৮৯৫/১৯৮৯ ও ভল্যুম নং-৯৪)। ইহা খড়দহ থানার অধীনে, জি. ডি.ই নং-৩৭৯, তারিখ ০৫/১২/২০২৪। অতএব, কেহ যদি উক্ত দলিলটির সন্ধান পান তাহলে উক্ত ঠিকানায় বা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

সুবীর কুমার সরকার, অ্যাডভোকেট
মো.-৯১৬৩৪৬৩৮৪৯, ৮২৭৪৮৯৮৪৩১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মহঃ আব্দুল সেলিম, পিতা মহঃ আহম্মদ আলি, সাং- শ্রীমায়াপুর জেলা- নদীয়া৷ থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৩ নং মোল্লাপাড়া মৌজার এল.আর-৪৪৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ৫৩২ নং দাগের ৫.৩৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৭/০১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭৫ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- শ্রীমায়াপুর, জেলা- নদীয়া নিবাসী নাজিমদ্দিন সেখ পিতা মৃত ইছা হক সেখ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১০/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৪৯২ নং দলিল দ্বারা সাং- মোল্লাপাড়া, জেলা- নদীয়া নিবাসী আজমীর সেখ ও আব্দুল কবির উভয়ের পিতা আজেহার সেখ-কে বিক্রয় করি৷ আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন৷

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রসেনজিৎ চন্দ্র, পিতা মৃত দীনবন্ধু চন্দ্র, সাং- শ্রীরামপুর রোড কুঠীপাড়া, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা৷ থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার এল.আর ৩৪৫০২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর ৬৪২৮ নং দাগের ৪.৯৬ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৬/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস. আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১২৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- পারুলিয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান নিবাসী মায়া সাহা ওরফে মায়া রানী সাহা, স্বামী সুনীল কুমার সাহা এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৯/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৯৩৭ নং দলিল দ্বারা সাং- শ্রীরামপুর রোড উত্তর, জেলা- নদীয়া নিবাসী সুমন দেবনাথ, পিতা স্বপন দেবনাথ-কে বিক্রয় করি৷ আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন৷

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুরজিৎ কুন্ড, পিতা -দিলীপ কুন্ড, সাং- অফিস ঘাট রোড, জেলা নদীয়ার বাসিন্দা৷ থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার এল. আর- ১১৭৮৮ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ৭২৫৭ নং দাগের ১.৪৩ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৯/০৬/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৪ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- ভিড়িঙ্গী ফরিদপুর, জেলা- বর্ধমান নিবাসী দীপক কুমার কুন্ডু, পিতা মৃত হরিপদ কুন্ডু এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৭/০৭/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৮৪ নং দলিল দ্বারা সাং বুড়ো শিবতলা রোড, জেলা- নদীয়া নিবাসী গৌতম সাধুখা পিতা মৃত শান্তিময় সাধুখা-কে বিক্রয় করি৷ আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন৷

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি রাজীব কুমার সিংহ, পিতা মৃত বাসুদেব সিংহ, সাং- নবদ্বীপ যোগনাথ তলার বাসিন্দা৷ থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার এল. আর ৬১৪১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ৫২৫১ নং দাগের ১.৮০ শতক ও ৫২৬২ দাগের ০.২৬ শতক, ৫২৬৩ দাগের ০.৪৬ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৪/১১/১৯৮৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৫ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী গীতা রানী সিংহ, স্বামী বাসুদেব সিংহ, ইলা দাস, স্বামী মিহির কুমার দাস, মালা দাস, স্বামী অনুপ কুমার দাস, শীলা শীল, স্বামী রথীন্দ্র নাথ শীল, রীনা সিংহ, স্বামী চঞ্চল কুমার সিংহ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১১/০৮/১৯৯৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৬২৮ নং বন্টননামা দলিল দ্বারা উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ বা প্রথম পক্ষ নিজেদের মধ্যে বন্টন নামা দলিল করি৷ আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা বা প্রথম পক্ষ জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন৷

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি ঝন্টু ঘোষ, পিতা স্বপন ঘোষ, সাং- ভারুইডাঙ্গা, ঘোষ পাড়া, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা৷ থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৯ নং বামুন পুকুর মৌজার এল.আর- ১১০৮৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ১২২০ নং দাগের ২.৪৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০২/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং গৌরনগর, জেলা- নদীয়া নিবাসী উজ্জ্বল গৌড় দত্ত, পিতা দুলাল দত্ত এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই৷ অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-৩০/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৬২৩ নং দলিল দ্বারা সাং- শ্রী মায়াপুর,জেলা- নদীয়া নিবাসী নিওকিশোরী ঘোষ, স্বামী কিংকর ঘোষ-কে বিক্রয় করি৷ আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন৷ ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন৷

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)আরতি পাকিড়া ওরফে আরতি খাঁড়া, ২)মিনতি খাঁড়া, ৩)শ্রী দুঃখীরাম খাঁড়া, সকলের পিতা ৺জীবন চন্দ্র খাঁড়া, সকলের সাকিম গ্রাম আমদাবাদ, পোঃ খলিসানী, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৮ দাতাগণ বিগত ইং 13/08/2021 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-181/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (শ্রী মন্টু গাঁতি পিতা ৺তপন গাঁতি সাকিম বিলকুলি বড়পুকুর ধার, পোঃ নওপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা আমেদাবাদ, ৯৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২০৬, ২০৭ ও ২০৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৯৫ নং দাগে আমবাগান বর্তমানে বাগান জমি ষোল আনায় ১৮৬ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

শ্রী মন্টু গাঁতি
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী কালীপদ কোলে ২)শ্রী কার্ত্তিক কোলে উভয়ের পিতা ৺দুলাল কোলে, উভয়ের সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, ৩)শ্রীমতী দুর্গাবালা কোলে স্বামী ৺সুশীল কোলে, পিতা ৺দুলাল কোলে সাকিম নসিবপুর পূর্বপাড়া, নসিবপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১২৩, ৪)শ্রীমত্যা কাঞ্চন দাসমন্ডল স্বামী ৺নিমাই দাসমন্ডল, পিতা ৺দুলাল কোলে সাকিম বকুবপুর, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, ৫)শ্রীমতী পারুল বালা দাস স্বামী শ্রী রামচন্দ্র দাস, পিতা ৺দুলাল কোলে সাকিম ৬৭ নং পটুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, ৬)শ্রীমতী বন্দনা সামন্ত স্বামী শ্রী প্রদীপ সামন্ত সাকিম মনসাতলা, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, ৭)শ্রীমতী অপর্ণা দাস স্বামী শ্রী প্রণব দাস সাকিম মানসপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ৮)শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস পিতা ৺বিহারীলাল দাস, সাকিম কোড়লা, দেবানন্দপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩ বিগত ইং 05/04/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1420/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (শ্রী উজ্জ্বল কোলে পিতা শ্রী কালীপদ কোলে সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪০, ৪৮ ও ২২৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩২০ নং দাগে বাঁশবাগান ৬৬ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

শ্রী উজ্জ্বল কোলে
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী নয়ন দাস পিতা ৺পঞ্চানন দাস সাকিম শঙ্করবাটী, পোঃ খলিসানী, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৮, মহাশয় বিগত ইং 21/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1898/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (শ্রী ঋত্বিক দাস পিতা শ্রী রবিন দাস সাকিম আমদাবাদ, পোঃ খলিসানী, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৮,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৩৫ নং দাগে বাগান জমি ৪৪ শতকের মধ্যে পূর্ব তরফে ২২ শতক তন্মধ্যে পূর্বে বিক্রয় করা ২.৭২৭১ শতক বাদে অবশিষ্ট ১৯.২৭২৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

শ্রী ঋত্বিক দাস
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী শ্যামাপদ ঘোষ, ২)শ্রী কালীপদ ঘোষ উভয়ের সাকিম জারুড়া, পোলবা, হুগলী, ৩)শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষ স্বামী শ্রী পুরান ঘোষ সাকিম ৭১/১ গোয়ালাপাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী, ৪)শ্রীমত্যা উর্মিলা সুরুল স্বামী [illegible]

ইতি- শ্রী মুকুল ঘোষ
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী মাধবী মন্ডল স্বামী শ্রী শঙ্কর মন্ডল, [illegible]

ইতি- শ্রী মুকুল ঘোষ
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

[illegible]

ইতি- শ্রী শঙ্কর মল্লিক ওরফে শঙ্কর কুমার মল্লিক
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী মোহন দাস ওরফে মোহন চন্দ্র দাস পিতা [illegible]

ইতি- শ্রী ঋত্বিক দাস
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র কোলে [illegible]

ইতি- শ্রী নিমাই চন্দ্র কোলে, শ্রী সুনীল কোলে ও শ্রী রঞ্জন কোলে
আমমোক্তারগণ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ই ডিসেম্বর। ২৯শে অগ্রহায়ণ। রবিবার। মাঘী পূর্নিমা তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদদোষ।

মেষ রাশি : মেষ রাশি বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি: বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ মাঘী পূর্নিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণীমা। শ্রী শ্রী কাত্যায়নী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মঙ্গলবার থেকে টাকা পাঠানো শুরু হবে আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা প্রকল্পের উপভোক্তাদের আগামী মঙ্গলবার থেকে টাকা পাঠানো শুরু হবে। এদিন সন্ধ্যায় নবান্নে এক অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের টাকা বিলি শুরু করবেন। বাংলার বাড়ি এই প্রকল্প নামে ১২ লক্ষ উপভোক্তার কাছে প্রথম কিস্তির টাকা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হবে। সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই ওই টাকা বিলি করা হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক ট্যাব কেলেঙ্কারির কথা মাথায় রেখে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা পাঠানোর আগে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। আধারের ইউনিক কোড ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে উপভোক্তা কিস্তির টাকা পাবেন না। সেকারণে গ্রামে গ্রামে বিশেষ শিবির খুলে আবাসের তালিকায় নাম থাকা উপভোক্তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ওই শিবিরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা নিজের নাম, ব্যাংকের সমস্ত তথ্য যাচাই করে সম্মতি দেওয়ার পর পোর্টালে উপভোক্তা নামের সঙ্গে তার আধার নম্বরের সংযুক্তিকরণ করা হচ্ছে। উপভোক্তার পরিচয় নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা থাকছে। এই ছাড়াও যে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে, সেই মোবাইল নম্বরে ওটিপির মাধ্যমেও পরিচয় যাচাই করা হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই আবাসের চূড়ান্ত নামের তালিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম তোলা হচ্ছে। এছাড়া আবাসের তালিকা নিয়ে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে সেজন্য রাজ্য সরকার প্রত্যেক উপভোক্তাকে একটি করে ইউনিক পরিচয় পত্র দেওয়ারও পরিকল্পনা নিয়েছে। আবাস প্রাপকদের চূড়ান্ত তালিকা প্রত্যেক ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের দপ্তরে টাঙিয়ে রাখা হবে।

সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হল নোয়াপাড়া জয় হিন্দ লাইনের প্রথম ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হল নোয়াপাড়া, জয় হিন্দ লাইনের প্রথম ট্রায়াল রান। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয় যে, ১৪ ডিসেম্বর নোয়াপাড়া থেকে বিকেল ৪টে ২০ মিনিটে এই ট্রায়াল রান শুরু হয়। কলকাতা মেট্রোর চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন) দেবীন্দর কুমার এবং কলকাতা মেট্রোর অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং মেট্রো রেলের কর্মীরা এই ট্রায়াল রান চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন। একইসঙ্গে এও জানানো হয়, মেট্রোর চিফ ইঞ্জিনিয়ার কন্স্ট্রাকশন) দেবীন্দর কুমার দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এসে পুজো দেন।

৬.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রো রেলের সমস্ত প্যারামিটার প্রস্তুত রয়েছে কিনা এবং মেট্রো রেক নিরাপদে চালানো যাবে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এই ট্রায়াল রান করা হয়। এই রেলপথটি একবার চালু হলে কলকাতা ও শহরতলির জনগণকে বিমানবন্দরে পৌঁছনোর জন্য একটি আধুনিক পরিবহ ব্যবস্থা প্রদানের একটি বড় পদক্ষেপ হতে চলেছে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ব্লু লাইনে এবং ইয়োলো লাইনের মধ্যে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশন যাত্রী ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট হবে।

‘জবাব দাও সিবিআই’ লেখা পোস্টার পড়ল পানিহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গ্রেপ্তারির ৯০ দিনের মধ্যে আরজি কর মামলায় সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। ফলস্বরূপ জামিন পেয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তিলোত্তমার ধর্ষণ-খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল দু'জনের বিরুদ্ধে। দু'জন জামিন পেতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। শনিবার ঘোলা থানার অধীনস্থ পানিহাটি পুর অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে। সেই পোস্টারে উল্লেখ, ‘বিচার চাই, বিচার চাই। জবাব দাও সিবিআই।’ এই পোস্টার নিয়ে তৃণমূল নেত্রী সুপ্রিয়া ঘোষ বলেন, যেহেতু আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। তাই পানিহাটির মানুষ চাইছেন ঘটনায় অভিযুক্তরা যাতে দ্রুত সাজা পায়। সুপ্রিয়া ঘোষ আরও বলেন, বিগত দিনেও দেখা গেছে, তদন্তের ক্ষেত্রে এরাজ্যে সিবিআইয়ের সফলতার হার অনেক কম। তাছাড়া খুব ধীর গতিতে তদন্ত হয়। রাজ্য পুলিশের সফলতার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, কুলতলি ও ফারাক্কার ঘটনায় দ্রুত তদন্ত হয়েছে। যদিও আরজি কর মামলার ক্ষেত্রে সিবিআই ব্যর্থ। তাঁর সংযোজন, রাজ্য পুলিশের ওপর তাঁদের আস্থা আছে। আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে কিন্তু কলকাতা পুলিশই গ্রেপ্তার করেছে।

ইয়ারফোন লাগিয়ে লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় তরুণীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হেডফোনে গান শুনতে শুনতে রেললাইন পেরোনোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল হাওড়ার তরুণীর। শনিবার সকালে পদ্মপুকুর স্টেশনের কাছে ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম অঙ্কিতা পাত্র। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার অন্তর্গত বাঙালপাড়া লেনের বাসিন্দা। শালিমার রেলপুলিশ তরুণীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। অঙ্কিতা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে কাজ করতেন। শনিবার সকালে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। রেললাইন পারাপার করার সময় তাঁর কানে হেডফোন ছিল।

ট্রেনের আওয়াজ শুনতে না পেয়েই ওই দুর্ঘটনা। তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ। তরুণী মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন রেল পুলিশের আধিকারিকেরা।

হাওড়াতে সোনার দোকানের মালিকের থেকে ছিনতাই দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোনার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাই ১১ লক্ষ টাকা সোনার গয়না এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা। শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে উনশানির সুভাষপল্লিতে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, জগাছা থানার পুলিশ।

আন্দুল ঝোড়হাটে সোনার দোকানের মালিক প্রশান্ত মল্লিক। প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও তিনি দোকান বন্ধ করার পর ব্যাগে করে বিয়ের অর্ডারের সোনার গয়না এবং নগদ পনেরো হাজার টাকা নিয়ে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে ঠিক দুশো

মিটার দূরে আন্দুল রোড থেকে বাইকটি যখন সুভাষপল্লির গলিতে ঢোকে সেই সময় রাস্তায় বাম্পারের জন্য বাইকের গতি কমান। সেই সুযোগে আগে থেকেই দুজন দুষ্কৃতী তার বাইকের সামনে চলে আসে এবং পথ আটকে দেয়। একটু দূরে বাইক নিয়ে আরো তিন দুষ্কৃতী দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কালীমন্দিরে সামনে প্রথম দুজন দুষ্কৃতী ওই ব্যবসায়ীকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। এরপর তার কাছ থেকে ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে চম্পট দেয়। অধিকাংশ দুষ্কৃতী হনুমান টুপি পরেছিল। পরে ওই ব্যবসায়ী জগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শনিবার দুপুরে পুলিশের একটি তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে আসে। ওই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন দোকান থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে।

হাওড়া বিভাগে বাতিল একাধিক ট্রেন, ব্যাহত হবে পরিষেবা, দুর্ভোগের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বিভাগের জনাই রোডে ১৪ তারিখ শনিবার থেকে ১৬ তারিখ সোমবার অবধি জরুরি কাজের জন্য একাধিক ট্রেনের পরিষেবা ব্যাহত হবে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। জারি করা একটি নির্দেশিকাতে পূর্ব রেল জানিয়েছে ওই উল্লেখিত তিনদিন একাধিক ট্রেনকে অন্য পথে চালানো হবে। ১৪ তারিখ ট্রেনগুলোকে আপ লাইনে নৈহাটি হয়ে ব্যান্ডেল-বর্ধমান পথে চালানো হবে, রইল ট্রেনের তালিকা।

১২৩৬৩কলকাতা-হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস
১২৩৫৭ কলকাতা-অমৃতসর দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস
১৯৪১৪ কলকাতা-আমেদাবাদ জংশন এক্সপ্রেস
১২৩৫৯ কলকাতা-পাটনা জংশন গরিব রথ এক্সপ্রেস
১৩১৬৫ কলকাতা-সিতামারহি জংশন এক্সপ্রেস
১৫ তারিখে
১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস
১৩১২১ কলকাতা-গাজীপুর সিটি এক্সপ্রেস
১৪ শনিবার ও ১৫ রবিবার তারিখ
১২৩৭৭ শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস, ১২৯৮৭ শিয়ালদা-আজমের এক্সপ্রেস
১৪ তারিখ শনিবার ব্যান্ডেল-বর্ধমান রুট হয়ে চলবে
১২৩৩১ হাওড়া-জম্মু তাওয়াই তাওই এক্সপ্রেস
১৪ শনিবার ও ১৫ রবিবার
১২৩৬৯ হাওড়া-দেরাদুন কুম্ভ এক্সপ্রেস
১২৩৩৯ হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস
১২৩৪১ হাওড়া-আসানসোল অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস
১২৩৩৩ হাওড়া-প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস
১১৪৪৮ হাওড়া-জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস
১২৩১১ হাওড়া-কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস
১২৩২১ হাওড়া-মুম্বই মেল
ডাউন লাইনে বর্ধমান-ব্যান্ডেল-নৈহাটি হয়ে চলবে
১৪ তারিখ শনিবার
১৩১৬২ বালুরঘাট-কলকাতা এক্সপ্রেস
১৫ তারিখ রবিবার
১৩১৬৮ আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট-কলকাতা এক্সপ্রেস
১৪ শনিবার ও ১৫ রবিবার
১২৯৮৮ আজমের-শিয়ালদা এক্সপ্রেস
১৬ তারিখ সোমবার
১২৩৬০ পাটনা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস
১৫ রবিবার ও ১৬ সোমবার
১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা পদাতিক এক্সপ্রেস
বর্ধমান-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।
১৪ শনিবার
১২৩৩২ জম্মু তাওয়াই-হাওড়া হিমগিরি এক্সপ্রেস
১৫ রবিবার
১২৩৭০ দেরাদুন-হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার

কেষ্টপুরে খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধৃত অভিযুক্ত ফেসবুক-বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেষ্টপুর: শুক্রবার রাতে কেষ্টপুরে নিজের ঘরেই উদ্ধার হল এক গৃহবধূর দেহ। মৃতের নাম অভিষিক্তা দে। পেশায় বিউটি পার্লারের কর্মী। এরপর রাতেই শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হয়। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় এক যুবককে। পুলিশ সূত্রে খবর, কেষ্টপুরের রবীন্দ্রপল্লির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় অভিষিক্তার দেহ। উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমেই পুলিশ বুঝতে পারে যে এটা খুনের ঘটনা। রাতেই বাগুইআটি থানার পুলিশ দমদমের মধুগড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত কৌশিক সাহাকে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন করা হয়েছে কেষ্টপুরের রবীন্দ্র পল্লির বাসিন্দা অভিষিক্তাকে। বিধাননগর পুলিশের ডিসিপি (এয়ারপোর্ট) ঐশ্বর্য সাগর জানান, সাত বছর আগেই বিয়ে হয় ওই গৃহবধূর। তাঁর একটি তিন বছরের শিশুপুত্রও রয়েছে। ওই শিশুটি শোভাবাজারে দাদু-ঠাকুমার কাছে থাকত। স্বামীর সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে কেষ্টপুরের রবীন্দ্র পল্লি এলাকায় ভাড়া থাকছিলেন ওই গৃহবধূ। পুলিশ জানতে পেরেছে ওই যুবকের সঙ্গে কয়েক মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় দু'জনের। এরপর কয়েক মাসের সম্পর্ক গভীরতর হয়। জেরায় ধৃত কৌশিক আরও দাবি করেছে, কালীঘাটে গিয়ে বিয়েও করেছিলেন তাঁরা। ধৃত প্রেমিক স্বীকার করেছে, সম্প্রতি স্বামী এবং সন্তানের থাকার কারণ দেখিয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন ওই তরুণী। যদিও এই প্রস্তাবে রাজি হননি কৌশিক। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ গৃহবধূর স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর কেষ্টপুরে ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান কৌশিক। সেখানে ফের একবার দু'জনের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। ওই গৃহবধূ কৌশিককে জানিয়ে দেন, এই সম্পর্কে তিনি আর থাকতে পারবেন না। এরপরই সেই আক্রোশ থেকেই শ্বাসরোধ করে ওই গৃহবধূকে খুন করে কৌশিক। বিছানার উপরে প্রেমিকার দেহ ফেলে রেখে বাইরে থেকে দরজা তালা বন্ধ করে চলে আসে সে। কারণ সদর দরজার দুটি চাবির একটি থাকত ওই গৃহবধূর কাছে, একটি থাকত তাঁর স্বামীর কাছে। রাতে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকে গৃহবধূর মৃতদেহ দেখতে পান তাঁর স্বামী।

এই ঘটনায় মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, কাজে বেরনোর পর বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফোন করলেও স্ত্রী ফোন তোলেননি। এরপরেও একাধিকবার চেষ্টা করেও স্ত্রীকে ফোনে পাননি তিনি। তদন্তে নেমে গৃহবধূর ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সূত্রেই খোঁজ মেলে কৌশিকের। সিসিটিভি ফুটেজ এবং মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেও ঘটনাস্থলে কৌশিকের উপস্থিতির প্রমাণ মেলার পরই শুক্রবার রাতেই তাঁকে নাগেরবাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অমানবিক আচরণ কলকাতা পুলিশের, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মুখ পুড়ল কলকাতা পুলিশের। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার ঝামেলায় থানায় ডেকে বৃদ্ধ দম্পতিকে হেনস্তার অভিযোগ উঠল লেক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। সূত্রে খবর, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়ার ঝামেলায় থানায় অভিযোগ দায়ের করে ভাড়াটিয়া। তারই জেরে পুলিশ ওই বৃদ্ধ দম্পতির কাছে টাকা চায় বলে অভিযোগ। পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন দম্পতি। শেখর ভৌমিক ও ছবি ভৌমিক নামে সত্তরোর্ধ্ব ওই দম্পতির বক্তব্য, তাঁদের বাড়িতে এক যুবক বাড়িভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু, কিছু সমস্যার কারণে তাঁকে বাড়ি ছাড়তে বলেন। এরপর ওই ভাড়াটিয়া এই বৃদ্ধ দম্পতির বিরুদ্ধে লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে লেক

থানার পুলিশ ৪১ এ নোটিস জারি করে শেখর ও ছবিকে থানায় ডেকে পাঠায়। শেখর ভৌমিক ক্যানসার আক্রান্ত। সেই কারণে ২ দিন আগে অ্যাম্বুল্যান্সে স্ত্রীর সঙ্গে থানায় যান। তাঁর স্ত্রীকেও পুলিশের তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ওই দম্পতির অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের কাছে টাকা চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছবি ভৌমিক এও বলেন, 'পুলিশ অফিসার আমাদের বলেন, কতবার আসতে পারেন দেখব। আপনাদের রোজ ডাকব।' আগামী ১৭ ডিসেম্বর ওই বয়স্ক দম্পতিকে ফের থানায় তলব করা হয়েছে। এরপরই পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। আগামী সোমবার মামলার শুনানি।

এদিকে শীর্ষ আদালতের গাইডলাইন রয়েছে যে, যাঁকে তলব করা হবে, তিনি যদি বৃদ্ধ হন সেক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে হবে। আর মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে মহিলা অফিসার থাকতে হবে। কিন্তু এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কোনও মহিলা অফিসার ছিলেন না। সামান্য বাড়িভাড়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার জন্য কেন অ্যাম্বুল্যান্সে করে ওই বৃদ্ধকে থানায় যেতে হল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা
ক্ষোভে সোদপুর রাসমণি মোড় অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গত ৯ ডিসেম্বর সোদপুর ৮ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন একফোর্ড রোডের রাসমণি নগর মোড় দীর্ঘক্ষন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবার দুর্ঘটনার প্রতিবাদে সেই একফোর্ড রোডের সোদপুর রাসমণি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে রাসমণি মোড় সংলগ্ন একফোর্ড রোডে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে একটি মালবাহী ট্রাক। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই সাইকেল আরোহী মাঝবয়সি শিবনাথ মুখার্জি। তিনি পেশায় পুরোহিত। এদিন দুর্ঘটনার পরই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাসমণি মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর খড়দা থানার পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। প্রসঙ্গত, বেশ

কয়েক বছর ধরেই সোদপুর ফ্লাই ওভার দিয়ে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সমস্ত মালবাহী ট্রাক বিটি রোডের গির্জা মোড় থেকে একফোর্ড রোড দিয়ে এখন যাতায়াত করছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিত্যদিন পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলে একফোর্ড রোডটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কয়েকদিন আগে অবরোধ করা হয়েছিল। এদিন দুর্ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা রাস্তা অবরোধে করেছেন। এদিন অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল চক্রবর্তী বলেন, সোদপুর ফ্লাই ওভার দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকায়। পাড়ার এই একফোর্ড রোড দিয়ে ভারী যান চলাচল করছে। ফলে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কয়েকদিন আগে অবরোধ করা হয়েছিল। এদিন দুর্ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা রাস্তা অবরোধে করেছেন।

বঙ্গে ইসকনের ওয়েবসাইট হ্যাক ইসলামি সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার পশ্চিমবঙ্গে ইসকনের ওয়েবসাইট হ্যাক করা হল। দু'দিন ধরে ঠিকভাবে কাজ করছিল না নিউটাউন, ইসকন-এর ওয়েবসাইট। প্রাথমিকভাবে সদস্যরা মনে করেছিলেন এটা কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি। কিন্তু শনিবার সকালে ওয়েবসাইট খুলে চমকে যায় ইসকন কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালে দেখা যায় ওয়েবসাইটে ভেসে উঠছে ইসলামি ভাষার স্লোগান। 'আল মশাল' নামে একটি ইসলামি সংগঠন ওই ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে এসে ওয়েবসাইট মেরামত করা হয়। ইসকনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত ঠিকভাবেই খ ুলছে নিউটাউন ইসকন-এর ওয়েবসাইট।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বারবার প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে ইসকন। কলকাতার ইসকন-এর তরফে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারি নিয়েও সরব হয়েছে তারা। এখনও পর্যন্ত জেলেই রয়েছেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। আইনজীবী পেতেই কালঘাম ছুটেছে তাঁর। আইনজীবী পাওয়া গেলেও শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে। এমনকী আইনজীবীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

আসন্ন বিজয় দিবস উপলক্ষে রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবে চলছে সেনাদের মহড়া। ছবি: অদিতি সাহা

সন্দীপ-অভিজিতের জামিনের বিরোধিতায় পথে বাম-এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। ফলে জামিন পেয়ে গিয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আর টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। প্রতিবাদ জানাতে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে এসইউসিআই।

তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন পেয়ে গেলেন কী করে, সেই প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সামিল হয় বাম ও এসইউসি সমর্থকরা। বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। স্লোগান একটাই, 'তিলোত্তমা ভেবো না, সেটিং হতে দেব না।' বারবার ওই স্লোগান ওঠে। কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ হয় বাম ছাত্রসংগঠন এসএফআই-এর। এসইউসিআইও সিজিও কমপ্লেক্সে বিক্ষোভ দেখায়।

প্রসঙ্গত, চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল ধৃত ওই দু'জনের বিরুদ্ধে। নিজাম প্যালেসে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে কংগ্রেসেরও। প্রতিবাদে পথে নামে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্সও। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে জমায়েতের ডাক দেয় অভয়া মঞ্চের সদস্যরা।

ট্রেনে তরুণীকে ধর্ষণের হুমকি, নির্বিকার রেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলন্ত ট্রেনে পরিবারের সামনেই গড়িয়ার এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। আর এই ঘটনাতেই রেল পুলিশ ঠিক কতটা পরিষেবা দিচ্ছে বা তারা আমজনতার পাশে ঠিক কতটা দাঁড়াচ্ছেন সেই ছবিটাও এই ঘটনায় পরিষ্কার হয় আরও একবার। নিগৃহীতা তরুণী জানান, তারাপীঠ থেকে পুজো দিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে অভিযুক্তরাও একই ট্রেনে ছিলেন। তরুণীর বয়ান অনুসারে ঘটনার সূত্রপাত বোলপুরের কাছে। তারাপীঠ থেকেই ট্রেনে উঠেছিল এই যুবকরা। মুখের সামনে পা ঝুলিয়ে বাঙ্কারে বসে থাকায় তরুণীর দিদা ওদের পা সরিয়ে বসতে বলে। কথা শোনা তো দূর-অস্ত বরং ওরা আরও খারাপ আচরণ করতে থাকে। তারপর ট্রেনটা যখন বোলপুর থেকে ছাড়ে তখন প্রসাদের ব্যাগ ফেলে দেয়। প্রতিবাদ করলে তরুণীর দিদার মুখে সজোরে লাথি মারে। তখন তরুণীদের ১৫-১৬ জনের গ্রুপের সকলে মিলে প্রতিবাদ করলে সকলের উপরে ওরা চড়াও হয় ওই যুবকরা। এমনকী জামার কলার ধরে টেনে ওই তরুণীকে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, তরুণীর মা প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করা হয় বলেও জানান ওই তরুণী। হুঁশিয়ারির সুরে ওই যুবকেরা এও জানায়, আরজি করের তিলোত্তমার যেমন অবস্থা হয়েছে তোর একই অবস্থা করে দেব। রাস্তায় দেখলে রেপ করে দেব। তরুণীর মা-বাবাকে নিয়ে বাজে কথা বলতে থাকে। তরুণীর দাবি, এরপরই তিনি সোজা রেলের হেল্প লাইনে ফোন করেন। কিন্তু, কোথা থেকেও কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। এমনকী এই ঘটনা জানানো হয় জিআরপি-কেও। তাতেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতাতির পরিবারের সদস্যরা।

তন্ময় ভট্টাচার্যের সাসপেনশন প্রত্যাহার, দলের স্বাভাবিক কাজে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্যকে তদন্ত সাপেক্ষে যে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্য পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।' এমনটাই শুক্রবারই নাকি জানিয়েছেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম। সূত্রের খবর, এরপর শনিবার তা সিপিআইএমের উত্তর ২৪ পরগনার জেলা গ্রুপে মেসেজ মাধ্যমে পাঠানো হয়। তা পাঠিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিআইএম সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই মেসেজের স্ক্রিনশটও পৌঁছেছে অনেকেরই হাতে। এই মেসেজের অর্থ, সাসপেনশন উঠে যাচ্ছে তন্ময় ভট্টাচার্যের উপর থেকে। তা নিয়েই এবার বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু নয়া চর্চা।

এই ঘটনায় তন্ময় ভট্টাচার্য অবশ্য জানান, শুক্রবার দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তাঁকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অফিসে ডেকে

পাঠিয়েছিলেন। সেখানে 'অভিভাবকে'র মতো দলের কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরের সাসপেনশন তোলার কথা জানাননি। বরং শনিবার জেলা সম্পাদকের মেসেজ থেকে বিষয়টি জেনেছেন বলে দাবি তন্ময়ের।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। তাঁর দাবি, তিনি যখন তন্ময়ের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন তখন আচমকা তিনি তাঁর কোলে বসে পড়েন। এই অভিযোগ সামনে আসতেই তা নিয়ে তুমুল আলোড়ন পড়ে বঙ্গ রাজনীতিতে। ঘটনা সামনে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তন্ময়কে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় দল। অভিযোগ দায়ের হতে বাম নেতা তন্ময়কে ডেকে পাঠায় পুলিশও। দলের অন্দরেও বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি।

যদিও নিজের বক্তব্য বারবারই সামনে রেখেছিলেন তন্ময়। একইসঙ্গে দলের অভ্যন্তরীণ তদন্ত নিয়েও তাঁর গলায় শোনা গিয়েছিল হতাশার সুর। স্পষ্ট বলেছিলেন, 'রাজ্য সম্পাদক হোয়াটসঅ্যাপে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। আমি জানিয়েছিলাম। তারপরও এই সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের পরিবার বামপন্থী হিসেবেই পরিচিত। আমি মাথা উঁচু করে বামপন্থার সঙ্গে ছিলাম। মাথা উঁচু করেই থাকব।' একইসঙ্গে তাঁর আরও দাবি ছিল, 'যদি কেউ মনে করেন, আমাকে হেনস্তা করে আমার রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন, তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।'

পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে
সোশ্যাল মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করে দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার বাংলাতেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। গাড়িতে সনাতনী ভজন শোনার জন্য দু'জনকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাদের গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি পূর্ব মেদিপুরের কাঁথি এলাকার। শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেছেন, বাংলার বুকেও আক্রান্ত হচ্ছে হিন্দুরা। একইসঙ্গে শুভেন্দু এদিন এও দাবি করেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর প্রতিবাদে কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড এলাকায় (কলকাতা-দিঘা রুটের বাস) একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সংখ্যালঘুদের তরফে এই সভা আয়োজন করা হয়েছিল। সেই

সভাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ জমায়েত করেছিলেন। তবে একটি গাড়ি সভাস্থলের মধ্য দিয়ে যেতেই ঘটে বিপত্তি। একইসঙ্গে শুভেন্দু এও দাবি করেন, ওই গাড়িতে করে যাত্রীরা দিঘা থেকে ফিরে আসছিলেন। তবে গাড়িতে ভজন চলছিল সেই সময়। তখন ভজন শুনে উত্তেজিত হয়ে সভায় যোগ দেওয়া মানুষজন গাড়ির ওপর হামলা চালায়।

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু শাসকদলকে বিদ্ধ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটব্যাংকের প্রচুর মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। আক্রান্তদের একমাত্র দোষ ছিল যে তারা গাড়িতে সনাতনী ভজন শুনছিলেন। তখন সভায় যোগ দেওয়া মানুষজন উত্তেজিত হয়ে গাড়িতে হামলা চালায়। তারা যে আতঙ্কের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তাদের নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এদের মধ্যে দুজনকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

ঘটনায় শুভেন্দু যে ভিডিও শেয়ার করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, একদল উত্তেজিত জনতা হকি স্টিক, লাঠি, ইট দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করছে। এমনকী গাড়ির জানালা দিয়ে যাত্রীদের মারধর করা হচ্ছে। তারা তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। আর কিছু মানুষ এগিয়ে এসে তাদের উত্তেজিত জনতাকে আটকানোর চেষ্টা করছে। শুভেন্দু রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে এবিষয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি ডিজির উদ্দেশ্যে লিখেছেন, এই ভিডিওটি কিছু দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট। তারা বিনা প্ররোচনায় হামলা চালিয়েছে। ঘটনা জানার পরও পুলিশ কেন কাউকে গ্রেপ্তার করেনি তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তিনি লিখেছেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকারের তোষণের রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতা ও অধিকারের ক্রমাগত সংকীর্ণতাকে জনগণের বিবেচনায় আনা উচিত। এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং দিন দিন বাড়ছে।'

কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন কোয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকালে কোয়েল মল্লিকের কোল আলো করে এল ফুটফুটে কন্যাসন্তান। খুশি দাদু রঞ্জিত মল্লিক এবং দিদা দীপা মল্লিক। তারকা দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণার পাশাপাশি টলিউডের একঝাঁক তারকা।

কোয়েল এবং সদ্যোজাত সন্তান দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন। হাসপাতালে নাতনিকে দেখে খ ুশিতে ডগমগ দাদু রঞ্জিত মল্লিক। জানালেন, ফুটফুটে দেখতে হয়েছে। আমারও খেলার সাথী বাড়ল। দীপা মল্লিক জানালেন, তকবীরের ইচ্ছেপূরণ হয়েছে। ও সারাক্ষণ বোনের আবদার করত। বলত, বোন চাই।

এদিন মেয়ে হওয়ার সুখবর সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কোয়েল মল্লিক খোদ। সেই পোস্টেই টলিপাড়ার শুভেচ্ছার জোয়ার। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত লিখেছেন, খুব খুশি হলাম। তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। ঈশ্বর মঙ্গল করুন। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

লিখেছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। শুভেচ্ছা রইল। কোয়েলের সঙ্গে একাধিক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন জিৎ। তাঁর ঘরেও পুত্রসন্তান এসেছে গতবছর। কো-স্টারকে দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন টলিউডের বহু অভিনেতা- অভিনেত্রী।

সম্পাদকীয়

বিপর্যয়ের চার দশক পরেও কোনও সুস্থ পরিকল্পনা হল না পূনরাবৃত্তি রোধের জন্য

আজ চোখের জলে স্মরণ করা হচ্ছে ভোপালে প্রাণ হারানো মানুষগুলির, স্মারক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। সে দিনের ট্র্যাজেডি মনে রাখার কাজটি জরুরি, নইলে মানবিকতাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। কিন্তু তার পরেও কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরা দরকার, যেগুলি একাধারে রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, মানবাধিকার এবং সর্বোপরি চিকিৎসা ও বিজ্ঞান-গবেষণা; প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। দুর্ঘটনার পর কারখানাটি স্থায়ী ভাবে বন্ধ করা দেওয়া হলেও, জানা যাচ্ছে আজও সেই চত্বরের ভিতরে গেলে রাসায়নিক গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়, ভিতরের 'সোলার পন্ড'টি আজও রাসায়নিক বর্জ্যে ভরা, দূষিত ও সম্ভবত প্রাণঘাতী। আজও এই এলাকার চার পাশ জনবসতিপূর্ণ, কারখানার কাছেই মাঠে খেলা করে শিশুরা, যাদের অনেকেই সেই দুর্ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জেরে হাঁপানি, হৃদ্ রোগ, চর্মরোগ-সহ শরীরের বাড়বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা-প্রতিরোধী নানা সমস্যায় জর্জর। চুরাশির দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের ক্ষতিপূরণ নিয়ে আজও বিস্তর অভিযোগ, বিশেষ কার্ড দেওয়া হলেও আর্থিক সাহায্য মেলেনি। চার দশক আগে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা আজকের মতো ছিল না। ভোপালের দুর্ঘটনা রাসায়নিক গ্যাস সংক্রান্ত বলেই হওয়া দরকার ছিল তা নিয়ে বিশদ বিজ্ঞান-গবেষণা, তাও হয়নি। সে দিন যে চিকিৎসকেরা ভোপালের হাসপাতালে টানা দিন তিন ধরে শত শত শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন তাঁদের আক্ষেপ, এই রাসায়নিক গ্যাসের চরিত্র নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন ছিল কোন গ্যাস কতটা দূরত্ব পেরোচ্ছে তা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারত, কোনটি শরীরের কোন অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে, কী ভাবে। সেই ক্ষতি কী করেই বা ঠেকানো যেতে পারে, পাওয়া যেত সেই পথও। যে মানুষেরা বিনা দোষে প্রাণ দিলেন তাঁদের তো ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু যাঁরা আজও বেঁচে আছেন শারীরিক মানসিক রোগব্যাধি সয়ে, তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যও সেই বিজ্ঞান-গবেষণাটুকু প্রয়োজন ছিল। সর্বোপরি, ভবিষ্যতে এ রকম বিপর্যয় হলে কোন পথটি নিতে হবে, সেই মোকাবিলার প্রস্তুতি হল না; চল্লিশ বছরেও।

শব্দবাণ-১৩২

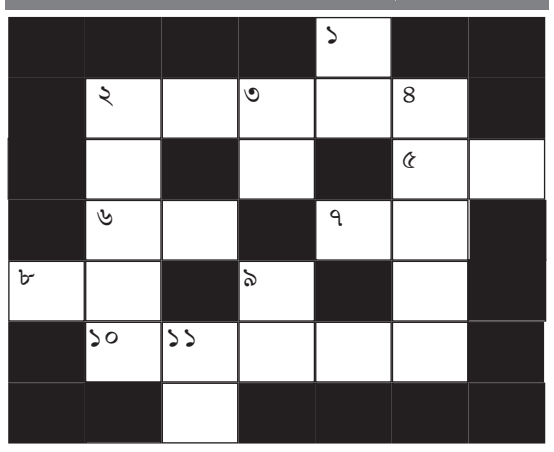

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নারীজাতি ৫. চোখের পাতার লোম ৬. সর্বাধিনায়ক ৭. দলবদ্ধ হানাহানি ৮. জলাশয়বিশেষ ১০. প্রচণ্ড খিদে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.শায়েস্তা, টিট ২. মোকদ্দমাপ্রিয় ৩. — যে কাঙাল শূন্য হাতে ৪. অত্যন্ত ঢেউ বা তুফান উঠেছে এমন ৯. শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট ১১. হেরে যাওয়া।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩১

পাশাপাশি: ১. চাকর ৩. আকাশ ৫. কল্পিত ৬. তস্কর ৭. সজাগ ৯. পরব ১১. কপিশ ১২. খবর।

উপর-নীচ: ১. চালাক ২. রজত ৩. আঘাত ৪. শহর ৭. সবাক ৮. গণেশ ৯. পরখ ১০. বক্তার।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঊষা মঙ্গেশকর

১৯৩৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ঊষা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় বাইচুং ভুটিয়ার জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট মহিলা কুস্তিগীর গীতা ফোগতের জন্মদিন।*

দ্য রোড ফ্রম ওয়াটারগেট টু ডোনাল্ড ট্রাম্প

গৌতম সরকার

১৯৮৯ সালে ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যা। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে নিউইয়র্কে। সেই ঠান্ডার সাথে তাল মিলিয়ে শহরের পূর্বপ্রান্তে 'আইমেত এত্রাগণ'-এর সুবিশাল প্রাসাদে নৈশ পার্টি জমে উঠেছে। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত মার্কিন সংবাদজগতের দুই কিংবদন্তী বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্নস্টাইন। তবে তারকাখচিত এই সমাবেশের মূল আকর্ষণ বছর বিয়াল্লিশের এক ব্যক্তি, যিনি মার্কিন শিল্পজগতে ধুমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে রিয়েল এস্টেট আর বিশ্বব্যাপী গল্ফকোর্সের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, ব্যক্তিটি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই অনুষ্ঠানেই ট্রাম্প দুই সাংবাদিকের কাছে নিজে থেকে ইন্টারভিউ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং সেই সাক্ষাৎকারে রাজনীতিতে নামার ব্যাপারে টুঁ শব্দ না করলেও তাঁর ব্যবসা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন।

অর্ধশতক আগে ঘটে যাওয়া 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' উন্মোচনের মূল কান্ডারী ছিলেন উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইন। এই কেলেঙ্কারি রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৭২ সালের ১৭ জুন রাত্রে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট অঞ্চলে জনাপাঁচেক ব্যক্তিকে পুলিশ চোর সন্দেহে আটক করে। জেরায় জানা যায় তারা ডেমোক্র্যাট পার্টির দলীয় অফিসের ফোনে আড়িপাতার মেশিন বসাতে এসেছিল। তদন্ত শুরু হল, পরতে পরতে রহস্যের জাল খুলতে লাগল। উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইনের নির্ভীক সাংবাদিকতার দৌলতে ঘটনাটি নিছক চুরিতে আটকে রইলো না, বিষয়টি এযাবৎকালে মার্কিন রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি উন্মোচন করলো, আদালতে প্রমাণ হল এর পিছনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রত্যক্ষ মদত আছে। বিষয়টির ঘাত এতটাই ব্যাপক ছিল যে পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে বড়সড় কোনও কেলেঙ্কারিকে 'গেট' নামে অভিহিত করা চালু হল।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। দুই অসমসাহসী সাংবাদিক বহু বাধা বিপত্তি, প্রাণনাশের হুমকি অগ্রাহ্য করে হোয়াইট হাউসের লৌহযবনিকা ও গোপনীয়তার নিশ্ছিদ্র প্রাচীর ভেদ করে দেশের প্রেসিডেন্টের মত অমিতবিক্রম পদাধিকারীকে অভিযুক্ত করে, আদালত নিক্সনের বিরুদ্ধে ইমপিচপিন্ট আনে এবং নিক্সন ১৯৭৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দুই সাংবাদিক তাঁদের অধ্যবসায় এবং বৃত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিকতার আড়ালে সুরক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতাতন্ত্রের সাথে পাল্লা দেওয়া একমাত্র সংবাদযোদ্ধাদের পক্ষেই সক্ষম। এই ঘটনা সাংবাদিকতার গৌরব বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা 'ওয়াচ ডগ' থেকে 'জাঙ্কইয়ার্ড ডগে' উন্নীত হয়েছিল। বর্তমান গণতন্ত্রবিরোধী দক্ষিণপন্থী অসহিষ্ণু রাজনৈতিক আবহের মধ্যেও সংবাদ মাধ্যম এখনও যে তার শিকারীর ভূমিকা ধরে রাখতে পেরেছে তার বড় উদাহরণ হল কয়েকবছর আগে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আদালতে দু-দুবার ইমপিচমেন্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া।

অর্ধশতক আগে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ঘটে গেলেও তাঁর পরম্পরা আজও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্র বহন করে চলেছে। নিক্সনের সময়কার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, একজন দুর্নীতিপরায়ণ প্রেসিডেন্ট তাঁর আশপাশে একটা দুর্নীতিপুষ্ট বাস্তুতন্ত্রই সৃষ্টি করবেন। একজন প্রেসিডেন্ট যদি স্বয়ং অসৎ হন, তাহলে কর্মসঙ্গী হিসেবে তাঁর চারদিকে বহু অসৎ মানুষের সমাবেশ ঘটবে, তাদের সম্মিলিত কার্যকলাপ একদিকে সমাজ ও অর্থনীতির সার্বিক অবক্ষয় ঘটাবে এবং অন্যদিকে জনগণ সরকারের উপর ভরসা হারাবে। ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সির মেয়াদকালে গোটা বিশ্ব তাঁর বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পপতিদের স্বার্থে প্রণয়ন করা, নিজে এবং পরিবারের লোকেদের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যায় সুবিধা নেওয়া, ভোট প্রচারকালে সরকারি অর্থের নয়ছয় ঘটানো, জনগণের করের টাকায় প্রথম শ্রেণীর বিমানে অবাধ ভ্রমণ, ক্যাবিনেট অফিসের অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, বিপক্ষ দলের নেতাদের হুমকি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মদতে ২০২১-এর নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হল কয়েকটা উদাহরণ।

দুই সাংবাদিক কেবলমাত্র ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি উদঘাটন করেই ক্ষান্ত হননি, এই তদন্ত নিয়ে যৌথভাবে দুটি বই প্রকাশ করেন - 'অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেন' আর 'দ্য ফাইনাল ডেজ', যেখানে তদন্তের প্রতিটি পর্যায় ও ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে নিক্সনের পর উডওয়ার্ডের যে ট্রাম্পের উপরই নজর পড়েছে সেটা উল্লেখযোগ্য ট্রাম্পের প্রথমবার প্রেসিডেন্ট থাকার সময়কার এবং ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে আবার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার মরিয়া চেষ্টা নিয়ে তিনটি বই লিখেছেন, সেগুলি হল, 'পেরিল', 'রেজ' এবং 'ফিয়ার'। দুই প্রেসিডেন্টকে একই বৃত্তে প্রযুক্ত করার পিছনে নিক্সন ও ট্রাম্পের স্বভাব ও শাসনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দায়ী। দুই নেতাই ছিলেন স্বভাবে নির্মম, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যেকোনও ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে প্রস্তুত, স্বার্থপর, নির্লজ্জ এবং সর্বোপরি অসৎ। নিক্সন সংবিধানের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে ১৯৭২ সালের ভোটে জিতেছিলেন এবং তখনকার মতো বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সমর্থ হলেও পরিশেষে তাঁকে মূল্য চোকাতে হয়েছিল। ট্রাম্পও একইভাবে সংবিধান অবমাননার মাধ্যমে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও অসফল হন। আবার দুই প্রেসিডেন্সির মধ্যে তফাতও ছিল। নিক্সনের সময়কালে মার্কিনী বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও আত্মপ্রত্যয় ছিল ভিন্ন গোত্রের, পুরোপুরি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। আর সেটাই ছিল ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি উন্মোচনের বড় সহায়; আর আজ সেদেশের সর্বোচ্চ আদালতও রাজনৈতিক প্রভাবে দুষ্ট, তাই প্রেসিডেন্টের মত সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে বিচার করে আইনসম্মত রায় দান ঘটবে সে আশা বাতুলতাসম। সেই কারণেই বারংবার অভিযুক্ত হয়েও ট্রাম্প বড় গলায় দাবি করতে পারেন, সংবাদমাধ্যম যতই ইয়েলো জার্নালিজমের চমকে জনমানসে তুফান তোলার চেষ্টা করুক, তাঁকে কেউ দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না।

গত নির্বাচনের ঠিক আগে এডওয়ার্ড তাঁর সাম্প্রতিকতম বই 'ওয়ার'-এ ট্রাম্পকে নতুন করে অভিযুক্ত করে লিখেছেন, ওভাল অফিস ছাড়ার পরও পুতিনের সাথে ট্রাম্পের যোগাযোগ ছিল এমনকি ২০২১ সালে যখন দেশে এর যোগান অপ্রতুল ছিল তখন তিনি পুতিনকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোভিড টেস্টের মেশিন পাঠিয়েছিলেন এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও ভোটপ্রচারে ডেমোক্র্যাটিক শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল বলাই বাহুল্য তারপরও ট্রাম্প ফিরেছে আমেরিকার মসনদে, সগৌরবে নির্বাচনে জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য আগামী জানুয়ারিতে 'সেনেট' এবং 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ'-এর দখল নিতে চলেছেন। ভুললে চলবে না সাধারণ মানুষই ভোট দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাহলে গত চার বছরে ট্রাম্প কি বদলে গেলেন? তাঁর উপর জনগণের আস্থা নতুন করে ফিরে এলো? এর সঠিক উত্তর জানা না থাকলেও এটা বোঝা যায়, গণতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি একবার নষ্ট হতে শুরু করলে নৈতিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা তাদের ঘরের মত ভেঙে পড়তে বাধ্য। তখন দুর্নীতি শব্দটি সমাজের বিভিন্ন স্তর বেয়ে গড়াতে গড়াতে ক্লিশে হয়ে পড়ে। জানতে-অজান্তে সাধারণ মানুষও গুলিয়ে ফেলে ভালো-মন্দের হিসেব। তখন কমলা হ্যারিস না ডোনাল্ড ট্রাম্প এই তুল্যমূল্য বিচার জনমানসে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে না।

টকবাক্স

অস্কারের মঞ্চে বাংলা গান

সম্পাদক সমীপেষু,

বাঙালি হিসেবে আবারও গর্ব করার দিন।বাংলা সংগীতের আঙিনায় আবারও সাফল্যের এক ফলক চিহ্নিত হলো।সম্প্রতি অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছে 'ইতি মা' নামের গানটি। সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে গাওয়া এই গান আজ অস্কারের মঞ্চে। ২০২৫ সালের অস্কারের মনোনয়নে জায়গা করে নিয়েছে একটি বাংলা গান। তিনি এই বাংলার নেয়ে ইমন চক্রবর্তী। ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পুতুল' ছবির জন্য 'ইতি মা' নামে একটি গান গেয়েছিলেন তিনি।

সারা বিশ্ব থেকে ৮৯টি গান এবং ১৪৬টি আবহসঙ্গীত ঠাঁই পেয়েছে এই মনোনয়নের তালিকায়। আর এই তালিকার মধ্যেই জ্বলজ্বল করছে এক বাঙালি গায়িকার নাম। ইমন চক্রবর্তী । ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পুতুল' ছবির জন্য 'ইতি মা' নামে একটি গান গেয়েছিলেন ইমন আর সেই গানই এবার অস্কারের মনোনয়নে। এই প্রথম কোনো বাঙালি গায়িকা জায়গা করে নিয়েছেন অস্কারের মনোনয়ন তালিকায়।

বাঙালি হিসেবে সত্যিই আমাদের আজ গর্বের দিন। অস্কারের মতন আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছোনোর স্বপ্ন হয়তো অনেকেরই থাকে। সেখানে বাংলার মেয়ে ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে গাওয়া গান অস্কারের মঞ্চে নমিনেশন সত্যিই যেন এক গর্বের বিষয়। বাংলা গানের সুর রাজ্য তথা দেশ ছেড়ে আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে। সংগীতপ্রেমী মানুষেদের মতে এই সম্মান অনুপ্রেরণা জাগাবে অনেকের মনে ও দিশা দেখাবে আগামী দিনে।এই জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী, সংগীত পরিচালক ও এই সিনেমার পরিচালককেও। এক অসাধারণ ভাবনা ও কথাকে সুরের মূর্ছনায় যেভাবে গানে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। অভিনন্দন সকলকে।

আগামী দিনে বাংলা সংগীতের জগতে আরও সফলতার পালক জুড়ুক এই কামনা রইলো। বাংলা সংগীতের অজস্র ভক্ত ও শ্রোতারাও আজ গর্বিত এই সফলতায়।

শংকর সাহা
পতিরাম, দ. দিনাজপুর

পুস্তক-পরিচয়

ব্যথার পুঁতি আর ঝিকমিক রোদের গুঞ্জন

সমরেশ মণ্ডল

গদ্যের ঝরনায় অবগাহন করতে করতে কখন যে শব্দের সাজঘরে কবিতার জন্ম হয়! 'মনখারাপ লেগে থাকা চেনা রাস্তার গান তোমাকে সংক্রমিত করে চলে। টুকরো টুকরো ব্যথার পুঁতি,ঝিকমিক রোদের গুঞ্জন আর সময়ের আলতো ছোঁয়ায় তোমার মন আটকে যায়। ঝরে পরা ফুলের বেদনার মতো শব্দের বেদনা তোমাকে আক্রান্ত করে...গড়িয়ে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

মন্দিরা ঘোষের 'এই জন্ম বনকলমির' (আলোপৃথিবী প্রকাশনার) বইয়ের লেখার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে আবাল্যলালিত প্রকৃতির ক্যানভাসে,সবুজ আঁচড়ে জন্ম নেওয়া কিছু স্বতন্ত্রভাস উচ্চারণ। পাঠককে আবিষ্ট করে ওইসব আকাশি রুমালের পিক্টোগ্রাফি, টিনের বাক্সে লুকোনো প্রথম প্রেমের ভুলভাল সন্ধে, চকডাস্টারের আধিক্যে জলবর্ষী দিস্তা খাতার অক্ষর। ধানরঙা দুপুরের খাঁ খাঁ মনখারাপের মন্তাজে গড়িয়ে যায় গোটা একটা জীবন। সেইসব অনিবার্য সংকেত ঘুম ভাঙায় পাঠকের, শব্দের রেণু শালপাতার সম্ভ্রম মেখে বিকেলবর্ণ মেঘের আশ্রিতা হয়ে ওঠে।

কখনও মেয়েজন্মের ধার ঘেঁষে বয়ে যাওয়া লোভের চকচকে মুদ্রায় গর্জে ওঠে অভিমানের সহস্রনাগ। আবার সন্ধের আহিকে মিশে যায় গোধূলির বিরহ, ফেরতের উড়ান শান্ত নিঝুমের ছবি আঁকে আবহমানের বুকে।ক্যালেন্ডারের পাতা ওড়ে।সাইকেলের রডে তিলফুলের নাম, ইস্কুলঘর আর হাওয়ারোদের চিলেকোঠায় অপেক্ষা ফুরোয় না।

অক্ষরের সংসারে আঁজলা ভরা ডানার সুগন্ধি, বুঁদ হয়ে যাওয়া দুপুরগন্ধ, ধুলোবালির উবুদশ অথবা ঝুমঝুমি নদীতে ভাসানো ষোড়শী বিকেল কবির একাকীত্বের বারোমাস্যা হয়। যে কারণে এই বইয়ের উৎসর্গে লেখা হয়-

'সেই জানলাজাল, বালিদুপুর, পৌষলামাঠ, কৌশুটির দান, গোলাপি পালক গুছিয়ে রাখা টিনের বাক্স, এসবই একার শব্দ পুরাণ।একতাল শিশুকাল ডানা ঝাপটায় গুলঞ্চ রঙের বারান্দায়। কত কিশোরী কথার দৌড় ঝাঁপ,কত আংটিগজরের অদলবদল, কত বারণের মসীরাত ডিঙিয়ে মায়াগল্পের সাজ।ভাঙা সেফটিপিনে গেঁথে রাখা সেইসব নির্জন কুমারীপৃষ্ঠাকে...'

এই স্মৃতিসাজে তাই অবধারিত ভাবে উঠে আসে বিকেলের হাইফেনে একটা হলুদ নদী। আষাঢ়ের ঘুনির ভিতর না-কথার জলছই।ফিরে ফিরে আসে খোয়াইয়ের রাস্তায় কুচিকাঠি গেঁথে শালপাতা ফিরি করা বিকেলবর্ণ মেঘ। চুক্তি হয় সাতজন্মের।টুসু গানের শীতকন্যা আবার রুকুসুকু গায়ে বসন্তের নামতা লেখে।অভিমানের ওয়ালেট থেকে ছড়িয়ে পড়ে কুহু বাতাস,এজন্মের বারণ রেখা আর আততায়ী রুমাল।

আলসের রোদ মেখে খঞ্জনপাখি পড়শির গুঞ্জন ছড়ায় আর কিছু নিশপিশ শব্দের ঘোরে অসুখ বাড়ে পাঠকের। কবি বলতে পারে তার আজন্মের উচ্চারণে 'এই জন্ম বনকলমির। এই জন্ম সন্ধ্যাতারার।'

এই জন্ম বনকলমির।
মন্দিরা ঘোষ।
আলো পৃথিবী। দাম ১৬৫ টাকা।

বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি ফুরফুরা শরিফের আরও দুই পীরজাদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাংলাদেশের ঔদ্ধত্য নিয়েই মুখ খুললেন ফুরফুরা শরিফের আরও দুই পীরজাদা। তাঁরা বলছেন, বিশ্বের মানুষের কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভারতের উপর কুনজর দিলে হাত, পা, কোমর ভেঙে দেব বলে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিলেন পীরজাদা নাজমুস সায়াদত সিদ্দিকি।

পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, 'ভারতীয়দের লাথি মেরে বের করলে, আমার আঙুল চুষব না। আপনারা আমাদের দেশে আক্রমণ করতে এলে বর্ডারে গিয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়াব।' ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা নাজমুস সায়াদত সিদ্দিকির দাবি বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তাতে ইসলাম ধর্মের মানুষের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের কিছু মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করছে, হিন্দু ভাই বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে ইসলাম ধর্মের মানুষের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রকৃত মুসলমানদের বলব নিজের রক্ত দিয়ে মন্দির রক্ষা করুন। হিন্দু ভাই বোনদের রক্ষা করুন।' সম্প্রীতির নজির তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি বাংলাদেশে যে অশান্তি তৈরি হয়েছে, তারপর থেকেই ভারতকে আক্রমণ করার কথা শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে। পীরজাদার কথায়, 'বাংলাদেশ একটা ডোবা মাত্র। ভারতের একটা রাজ্য হুঙ্কার দিলে বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ হচ্ছে ফাটা কলসী, ওরা শুধু আওয়াজ দিতেই জানে।' বাংলাদেশে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করার যে অভিযোগ উঠছে, সেই প্রসঙ্গে পীরজাদা বলেন, 'ইসলাম কখনই এটা সমর্থন করে না। এটা ভুল।' একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, ভারতের চিকিৎসকদের নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই বাংলাদেশের।

অন্যদিকে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা যে ভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তা মেনে নিতে পারছেন না তিনি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ জানান, দুই দেশের ভ্রাতৃত্ব যাতে নষ্ট না হয়। তাঁর দাবি, দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

ইউপিএসসিতে দেশে প্রথম স্থান আসানসোলের সিঞ্চনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ইউপিএসসি'র পরীক্ষায় বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলেন আসানসোলের বাঙালি ছাত্র সিঞ্চন স্নিগ্ধ অধিকারী। তিনি দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী পশ্চিমবঙ্গবাসী হওয়ায় স্বভাবতই খুশি এবং গর্বিত এই রাজ্য।

ইউপিএসসিকে একেবারে পাখির চোখ করে এগিয়েছিলেন আসানসোলের দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ইসমাইলের মাদারটেরেজা সরণির সিঞ্চন। অদম্য অধ্যবসায় তাতেই তাক লাগানো সাফল্য। সিঞ্চন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তনী। বাড়ি শহরের ইসমাইল মাদার টেরেজা সরণিতে। পরে কলকাতার আইএসআই থেকে স্ট্যাটিস্টিক্সে উপর মাস্টার্স করেন। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তিনি। বাবা প্রদীপ অধিকারী মাইন্স বোর্ড অব হেলথের কর্মী মা সুজাতাদেবী গৃহবধূ। সাফল্যের পুরো কৃতিত্বটাই সিঞ্চন দিতে চান বাবা-মাকে। প্রদীপবাবু বলেন, 'ইউপিএসসিতে পাশ করা ওর স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এভাবে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করবে, তা ভাবিনি। খুব ভালো লাগছে। শুধু পরীক্ষায় প্রথম নয়, প্রশাসক হিসাবেও যেন এক নম্বর হয়, সেটাই আমার প্রার্থনা।' স্কুলে পড়া তৎকালীন তাঁর সহপাঠীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঞ্চন ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী। ওঁর এই সাফল্যে তারাও গর্বিত।'

সব থেকে উল্লেখ্য বিষয় হল সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় নন সিঞ্চন। এর আগে পরীক্ষাগুলিতে মেডিক্যালে ১৬৮ রাঙ্ক করেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং এ রাঙ্ক করেছিল সপ্তম। প্রথমে বি স্ট্যাট ও এম স্ট্যাট করেছেন সিঞ্চন। সিঞ্চনের একটাই উদ্দেশ্য যেমন ভাবে পড়াশোনা করে ইউপিএসসি পাস করেছেন, তেমন ভাবেই যেন কর্মজীবনও দেশের জন্য এক নম্বর হিসেবেই করি যেতে পারেন।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পরিদর্শন জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় আচমকায় পরিদর্শনে করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। ঘুরে দেখলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কিষাণ মান্ডি। শনিবার সকাল থেকেই বিকেল পর্যন্ত হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী এবং কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ওইসব সরকারি কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। এমনকি কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল পিছু অতিরিক্ত পাঁচ কিলো করে ধান নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন চাল মিল মালিকদের ধমক দেন জেলাশাসক। কেন সরকারি নিয়মের বাইরে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ধান নেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট এলাকার মিল মালিকদের কাছে কৈফিয়ত তলব করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার এক কুইন্টাল পিছু, ২৩০০ টাকা করে ধানের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করেছে। সেই মতোই বুলবুলচন্ডী কিষাণ মান্ডিতে শুরু হয়েছে কৃষকদের কাছ থেকে ধান বেচাকেনার প্রক্রিয়া। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে থেকে অতিরিক্ত ধার নেওয়ার বিষয় অভিযোগ জানতে পেরেই এদিন ওই এলাকায় পরিদর্শনে যান জেলাশাসক। আর তাঁকে সামনে পেয়ে নানান অভিযোগের কথা বলেন কয়েকজন কৃষকেরা। যাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ধান নেওয়া হয়েছিল এদিন তেমনি কয়েকজন কৃষককে অতিরিক্ত পনেরো কিলো ধান ফেরানোর ব্যবস্থা করেন জেলাশাসক। জেলাশাসকের এমন ভূমিকায় রীতিমতো প্রশংসায় পঞ্চমুখ বুলবুলচন্ডীর কিষাণমন্ডিতে আশা কৃষকেরা।

এদিকে এদিন ধুমপুর এবং কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের জামালপুর জুনিয়র হাই স্কুল পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। তারপরেই তিনি বকশিনগর, লালচাঁদপুর, ছিলিমপুর এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শনে যান। সেখানে কচিকাঁচাদের সঙ্গে মেঝেতে বসেই শিক্ষার পাঠ দেন জেলাশাসক। আচমকা জেলা শাসককে দেখতে স্থানীয়রা ভিড় করেন। বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের মান যাচাই করে দেখা হয়।

তৃণমূল পরিচালিত বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা হাঁসদা বলেন, অতিরিক্ত ধান নেওয়ার বিষয়টি অনেক কৃষকেরাই জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের কথা জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়। এই এলাকায় দিনমজুর এবং কৃষকের সংখ্যায় বেশি।

পুলিশের হস্তক্ষেপে তালা বন্ধ বাড়ি থেকে উদ্ধার বৃদ্ধা মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পুলিশের হস্তক্ষেপে তালা বন্ধ বাড়ি থেকে উদ্ধার হলেন বৃদ্ধা মা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দেবগড় এলাকার বিল্ল বিশ্বাস ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে বাড়িতে আটকে রেখে তাঁর বড় ছেলে উজ্জ্বল বিশ্বাস স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন বলে অভিযোগ। চারদিন ধরে বাড়ি থেকে বেরতে পারছেন না বৃদ্ধা মা। পাঁচিল টোপকে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে চোট পেয়েছেন পায়ে। শনিবার তাঁর ছোট বউমা এসে বনগাঁ থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনগাঁ থানার পুলিশ। এই বিষয়ে মা বিল্ল বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, তাঁর বড় ছেলে ও বউমা এর আগেও তাঁকে অত্যাচার করতেন। চারদিন আগে বাড়ির গেটে তালা মেরে দিয়ে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন। বাড়ি থেকে তিনি বেরতে পারছেন না। রান্না করতে পারছেন না। তাঁর ওপরে যাতে আর নির্যাতন না করা হয় সেটাই চাইছেন তিনি।

জাল টিকিট ছাপিয়ে বিক্রেতাদের সঙ্গে জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ৬ টাকার টিকিটের বিনিময় বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। হুগলির পার ডানকুনি চৌমাথায় এলাকায় অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভে এক ব্যক্তি এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন যে কারণে তাঁকে যেতে হল শ্রীঘরে। ঘটনাটি হুগলি পার ডানকুনি এলাকার। স্থানীয় সূত্রে খবর, এক ডিয়ার লটারি টিকিট বিক্রেতা প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও টিকিট বিক্রি করতে বসেছিলেন। সকাল দশটা নাগাদ এক ক্রেতা শুক্রবারের একটি টিকিট ভাঙানোর জন্য আসেন ডানকুনির টিকিট বিক্রেতার কাছে। সেখানে প্রায় ১১ হাজার টাকার বিনিময়ে সেই টিকিটটি ভাঙাতে চান ওই ক্রেতা। কিন্তু তাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে টিকিটের নম্বর দেখে। যেই টিকিট ওই ক্রেতা নিয়ে এসেছেন সেই টিকিটেই ইতিমধ্যে টাকা পেয়ে গিয়েছেন অন্য এক ক্রেতা। লটারি টিকিট বিক্রেতারা নির্দিষ্ট এজেন্সিকে জানান সেই খবর এবং তারপরেই ওই ব্যক্তিকে ধরে কানাইপুর ফাঁড়িতে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেন ওই ব্যক্তিকে। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ বিষয়ে লটারির টিকিট বিক্রেতা তারক দে তিনি বলেন, সকাল বেলা দোকান খোলার সঙ্গেই একটি লটারি টিকিট নিয়ে আসেন এক ব্যক্তি। সে একটি টিকিট ভাঙিয়ে পুরস্কারের টাকা দিয়ে ২৫ সেমের আরও তিন হাজার টাকার টিকিট কিনতে চান। প্রথমদিকে টিকিট বিক্রেতারা বুঝতে পারেননি তাঁর কাছে যে টিকিট রয়েছে সেটি জাল। তবে টিকিটের কাগজ হাতে ধরতেই বোঝা যায় যে জাল টিকিট ছাপিয়ে নিয়ে এসে লটারি টিকিট বিক্রিতাদের সঙ্গে জালিয়াতি করছেন ওই ব্যক্তি। অবশেষে ওই ব্যক্তিকে ধরে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে, ৪৫ হাজার টাকার একটি লটারির বিজয় টিকেট নিয়ে এসে টিকিট বানিয়ে যান এক প্রতারক। পরে জানা যায় সেই টিকিটটা জাল ছিল। যেভাবে জাল টিকিটের কারবারি ও প্রতারকরা ছড়িয়ে পড়ছে তাতে লটারি টিকিট বিক্রি এখন দুষ্কর হয়ে উঠেছে টিকিট বিক্রেতাদের কাছে।

বারাসত শহরে চন্দ্রবোড়ার বাড়বাড়ন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: নগর উন্নয়নের সঙ্গে বাড়ছে চন্দ্রবোড়া নামাক বিষধর সাপের সংখ্যা। এই সাপের দাপটে দিনদিন আতঙ্কিত বাড়ছে বারাসাত পুর এলাকার মানুষের। প্রতিদিনই একটি-দু'টি করে ধরা পড়ছে ওই বিষধর সাপ বা তাদের বাচ্চা। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা বাড়ছে বারাসত পুরসভার।

ভারতীয় বিষধর সাপগুলির তালিকায় প্রথম দিকেই আছে রাসেল ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া সাপের নাম। উপমহাদেশের প্রধান চারটি বিষধর সাপের মধ্যে রয়েছে এইটি। এমন একটি সাপ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসতের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বারাসতে এই সাপ আসছে কোথা থেকে। এই প্রসঙ্গে বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি জানান, বারাসত পুর এলাকায় এই চন্দ্রবোড়া সাপে ভরে গিয়েছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে খবর আসছে এই সাপের বিষয়ে।

এনআইএ দপ্তরে হাজিরা আরামবাগের বাসিন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদনে, আরামবাগ: পাকিস্থানি জঙ্গী সংগঠন জইশ ই মহম্মদ এর সাথে যোগ থাকার সন্দেহে আরামবাগের মায়াপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সানা পাড়ার বাসিন্দা সেখ সাইফুদ্দিনের ছেলে সাবির উদ্দিনের বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ। আর তল্লাশি চালানোর পর নোটিশ দেওয়া হয় যাতে শুক্রবারেই কলকাতায় এনআইএর দপ্তরে হাজির হন তিনি। সেই মত শুক্রবার বেলা পৌনে ১১ টার মধ্যেই কলকাতার এন আই এ দপ্তরে হাজিরও হয়ে যান বাবা সাইফুদ্দিন ও ছেলে সাবির উদ্দিন।

এনআইএ দপ্তরে শুক্রবার বেলা ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত টানা আট ঘন্টা জেরা করা হয়। মাঝে বেলা ২টোর সময়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় খাওয়ার জন্য। তাই ওই টুকু সময়ে সাবির উদ্দিন এনআইএর অফিস থেকে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে আসেন ও তার পরে ফের এনআইএর দপ্তরে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জেরা করার পরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে সাতটার পর আর ফেরার কোনও উপায় না থাকায় তাঁরা তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ি রাত্রিবাস করেন। শনিবার বিকেল তিনটের সময়ে তাঁরা মায়াপুরের বাড়িতে ফিরে আসেন।বাড়ি এসেই তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সাবির বলেন, 'আমাকে এনআইএ আধিকারিকরা যা যা জিজ্ঞাসা করা করেছেন আমি তাই বলেছি। ওঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আবারও ডাকা হলে আমি যাব। সহযোগিতা করব দেশের স্বার্থে। আমি কিছুই জানি না।'

তার বাবা সেখ সাইফুদ্দিনের দাবি, 'আমার ছেলে নির্দোষ। আর এটা প্রমাণ করতে এনআইএ যতবার ডাকবে, ততবারই যাব। দেশের সঙ্গে বেইমানি বা গদ্দারি কখনওই করব না। আমার ছেলেকে কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়েছি। ওর কাজের একটা সুযোগ এসেছে। তার জন্য পড়াশোনা করছে। বাড়িতেই আছে। পড়াশোনা করে। আমার বাড়ি থেকে ল্যাপটপ, ফোন বা টাকা কিছুই ওঁরা পাননি। কারা এসব বললেন। একটা ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। তবে আমি আবারও বলছি, দেশের স্বার্থে আমার ছেলে একবার নয় হাজার বার ডাকলেও সে যাবে হাজিরা দেবে।' পড়শি সেখ সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'যদি দোষী প্রমাণ হয় তার শাস্তি হোক সেটাও চাই। আর নির্দোষ সেটাও প্রমাণ করবে ওঁরা। এখানে আমরা সম্প্রীতির রক্ষা করে চলি। তাই দেশের স্বার্থে আমরা সকলেই এক হয়েই সেই বার্তাই দেব।'

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা- কাঁকুড়গাছি
ঠিকানা- পি ১৫ স্কিম ৭এম সিটি রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪
(সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি)
৩০-১২-২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় গাড়ির ই-অকশন

গাড়ী ই-অকশনের বিজ্ঞপ্তি

হাইপোথিকেটে করা ভেহিকেলসমূহ যা ব্যাঙ্ক দখল নিয়েছে "**যেখানে যেমন আছে, যা যেমন আছে এবং কোন রিকোর্স ব্যতিরেকে**" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে ব্যাঙ্কের বকেয়া ও তৎসহ সুদ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিতমতো। **নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রয়কার্য পরিচালনা করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.com দ্বারা ৩০.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টায়।**

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম, ব্যাঙ্কের যে শাখায় ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তার নাম	ই-অকশনের আওতায় রাখা গাড়ির বিবরণ	ইএমডি পরিমাণ সহ প্রসেস কমিপ্লয়ান্স ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বর্ধিত বিড	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের জানা দায়গুলির বিশদ
১.	শ্রী জয়ন্ত সাহা শাখা: কাঁকুড়গাছি	গাড়ির ধরন: গাড়ি আরসি নং- WB08H3955 ইঞ্জিন নং. WTK4K16966 চেসিস নং.: MA1YU2WTUK6K14794 প্রকার: মাহিন্দ্র XUV 500 FWD W11 বছর: ১০/২০১৯	২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত	১৩,৮২,১৬০.০০ টাকা (তেরো লক্ষ বিরাশি হাজার একশো ষাট টাকা মাত্র)	২ ৭,৭০,০০০.০০ টাকা ৭৭,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কাঁকুড়গাছি শাখার পক্ষে হাইপোথিকেশন চার্জ ছাড়া অন্য কোনও দায় নেই

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
আমাদের পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট :- https://baanknet.com
যোগাযোগের বিশদ : শ্রী প্রণত সাহা, মোবাইল: ৯১৪৭০৬২১৯৮, ইমেল: k761@indianbank.co.in
তারিখ: ১২.১২.২০২৪, স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল: sbi.14817@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) ও রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) এবং ৬(২) -তে বন্দোবস্ত -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩১.১২.২০২৪
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ : ২৪.১২.২০২৪, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা

ইচ্ছুক দরদাতারা শুধুমাত্র প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির জন্য বিড করতে পারেন। তবে প্ল্যান্ট ও মেশিনারিসহ জমি ও বিল্ডিং ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুধু জমি ও বিল্ডিং বিক্রি হবে না।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে - **৩১.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হবে।**

ক্র. নং ০১ [রুল ৯(১) ও ৬(২) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]
৮৬,৮২,০০০.০০ টাকা (১৬.০৩.২০২০ অনুযায়ী) পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এবং অংশীদার/জামিনদারগণ যথা- ১. শ্রী কালীকৃষ্ণ দে, ২. প্রয়াত লীলা দে -এর আইনি উত্তরাধিকারী দেবরাজ দে, ৩. প্রয়াত লীলা দে -এর আইনি উত্তরাধিকারী বর্ণালী দে** -এর বকেয়া আছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে **সম্পত্তি নং ১) ১৩০.৯৬ লক্ষ টাকা, ২) ২৮.৬৯ লক্ষ টাকা** এবং বায়না অর্থ জমা হবে **১) যথাক্রমে ১৩,০৯,৬০০.০০ টাকা, ২) ২,৮৬,৯০০.০০ টাকা**। দর বৃদ্ধির পরিমাণ: **৫০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১) গ্রাম- চকনেত্র, পোস্ট- মিগ্রাগ্রছত্র, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬০২ -তে মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর কারখানার জমি, শেড এবং বিল্ডিং
(ক) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১০৩ দলিল নং ৪২৩৯/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৫৫ একর।
(খ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১২৭/১, দলিল নং ৪২৪০/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১০ একর।
(গ) প্লট নং ২২৪, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৭৪, এম.এস. খতিয়ান নং ১১৬,১১৮, দলিল নং ৪২৪১/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৫ একর।
(ঘ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১৪৩, দলিল নং ৪২৪২/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৭২ একর।
(ঙ) প্লট নং ২২৩, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ১২, এম.এস. খতিয়ান নং ০২, দলিল নং ৪৩০৬/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৪ একর।
মোট জমি-১.৬৬ একর।
২) কারখানা প্রেমিসেসে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।
সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণকে তার ইএমডি পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে তার দরপত্রদাতার অ্যাকাউন্টে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে।

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।
তারিখ: ১৫.১২.২০২৪
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত আধিকারিক
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Ranitala Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No: 17, Date - 23/08/1976
Vill + P.O. : Jibanpur, Thana: Ranitala, District: Murshidabad
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৭৪৪ dated ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং ২৪.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১২ টায় Ranitala SKUS Ltd. -এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।
নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা১২ টা	Sri Abdul Hannan,, Manager, Ranitala SKUS Ltd.
২.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা	১১/১২/২০২৪-২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Abdul Hannan,, Manager, Ranitala SKUS Ltd.
৩.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী	২৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Souvik Samanta A.R.O Ranitala SKUS Ltd.
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Abdul Hannan,, Manager, Ranitala SKUS Ltd.
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি Distribution of nomination papers	২৮/১২/২০২৪-২৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ Filing of nomination papers	২৯/১২/২০২৪-৩০/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers	০২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	Sri Souvik Samanta, A.R.O Ranitala SKUS Ltd.
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination	০২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	ঐ
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার Withdrawal of Candidature	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	Sri Abdul Hannan,, Manager, Ranitala SKUS Ltd.
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩.৩০ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O Ranitala SKUS Ltd.
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন Distribution of symbols (if required)	০৩/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৪ টা	ঐ
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll	২৪/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	পরে জানা যাবে
১৩.	ভোট গণনা Counting of Votes	২৪/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	পরে জানা যাবে
১৪.	ফল ঘোষণা Declaration of Result	২৪/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট গননা শেষ হওয়ার পরেই	Sri Souvik Samanta, A.R.O Ranitala SKUS Ltd.

ক) পরিচালকমন্ডলীর ০৬ (ছয়) টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এরমধ্যে ২(দুই) টি আসন মহিলা সদস্যাদের জন্য ও ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যুনতম ১ বৎসর হইতে হইবে। গ) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন U/S ৩২ (২), (৫) with Provisio: (৬) Sa), (b), (৭) and (৮) U / S ১৩৪ C (১০) (a), (b) and (১২) (c) of WBCS Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]
স্বাক্ষর - শৌভিকসামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রানীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Sonadanga Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No: 121, Date - 13/11/1928
Vill: Laxminarayanpur, P.O.-Kolan r.k.pur, Thana: Ranitala, District: Murshidabad
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৭৪৪ dated ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং 22.01.2025 তারিখ বেলা ১২ টায় Sonadanga SKUS Ltd. এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।
নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

[illegible]

স্বাক্ষর - শৌভিকসামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

নিদর্শ এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস) রেগুলেশন, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ৬ অধীনে)
রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডে
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	১৩/০৪/২০১২
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U64204WB2012PTC180335
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৪১এ/৪৪, লিগ্যাসি বিল্ডিং, ৪র্থ ফ্লোর, ২৫এ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১০৭।
৬.	কর্পোরেট ডেটরের বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৩/১২/২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	১১/০৬/২০২৫
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	সিএ ভারতী মনোজ দাগা রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P-01963/2020-2021/13070
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা : ৯৪বি, পলাশ টাওয়ার, ভিরা দেশাই রোড, আন্ধেরি পশ্চিম, কান্ট্রি ক্লাবের নিকটে, মুম্বাই শহরতলি, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৫৩ bharteedaga1008@gmail.com
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে চিঠিপত্রের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা হবে	ঠিকানা : ৯৪বি, পলাশ টাওয়ার, ভিরা দেশাই রোড, আন্ধেরি পশ্চিম, কান্ট্রি ক্লাবের নিকটে, মুম্বাই শহরতলি, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৫৩ ই-মেল আইডি প্রক্রিয়া: cirp.reachnet@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭/১২/২০২৪
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে, সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	শ্রেণী(সমূহ) নাম - প্রযোজ্য নয়
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	ক.) ওয়েব লিঙ্ক: https://ibbi.gov.in/home/downloads খ.) প্রযোজ্য নয়

নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল **১৩/১২/২০২৪** তারিখে **রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের** কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে।
রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ক্রেডিটরদের এতদ্বারা **২৭/১২/২০২৪** তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নিদর্শ সিএ-তে শ্রেণির (নির্দিষ্ট শ্রেণী) অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

সিএ ভারতী মনোজ দাগা
অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
IBBI/IPA-001/IP-P-01963/2020-2021/13070
স্থান: মুম্বাই
তারিখ: ১৫/১২/২০২৪
এএফএ: AA1/13070/02/311225/107325 বৈধতা: ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত

হরিরামপুর-ইশুরপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং- ১২, তারিখ-১৫-০৬-১৯৬৮
গ্রাম- হরিরামপুর, পোঃ ছাতাই, জেলা- মুর্শিদাবাদ
প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সমিতির সকলসদস্য/সদস্যাগণ কে জানানো যাচ্ছে যে, হরিরামপুর-ইশুরপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর পরিচালকমণ্ডলীর গঠনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৭/০১/২০২৫ এ অনুষ্ঠিতহবে। নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী নির্দিষ্টসময়ে অংশগ্রহন করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাগণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রামেরনাম	ভোটার তালিকার ক্রমিক নং	প্রতিনিধি সংখ্যা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম	ভোটগ্রাহণের তারিখ ও সময়
১.	হরিরামপুর, লহড়ী	১-২৩৪	মোট আসন-৯. অসংরক্ষিত-৭, সংরক্ষিত- তপ/উপজাতি-০ সংরক্ষিত মহিলা-২,	ছাতাই প্রাইমারি স্কুল গ্রাম ও পোষ্ট- ছাতাই	২৭-০১-২০২৫ সোমবার সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
২.	ছাতাই, পুরাতন ছাতাই, শিমুলডাঙ্গা, ইশুরপাড়া	২৩৫-৫৪৭	মোট আসন-১৩, অসংরক্ষিত-৯, সংরক্ষিত- তপ/ উপজাতি-১, সংরক্ষিত, মহিলা-৩,	ছাতাই প্রাইমারি স্কুল গ্রাম ও পোষ্ট- ছাতাই	২৭-০১-২০২৫ সোমবার সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
৩.	ডিহিপাড়া, আলমপুর, দিয়ারাপাড়া	৫৪৮-৭৯৪	মোট আসন-১০, অসংরক্ষিত-৮ সংরক্ষিত- তপ/উপজাতি-০ সংরক্ষিত মহিলা-২	ছাতাই প্রাইমারি স্কুল গ্রাম ও পোষ্ট- ছাতাই	২৭-০১-২০২৫ সোমবার সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
৪.	দক্ষিণশহর, বাজারপাড়া, মথুরাপুর, বেলদারপাড়া, বাড়িয়ানগর হোসনাবাদ, জয়রামপুর, পিরোজপুর, পাহাড় কুকারপাড়া, রাজাবাটি, সৈয়দপুর, কুদবাপুকুর, খুনিয়াপুকুর	৭৯৫-১১২৫	মোট আসন-১৩ অসংরক্ষিত-১০ সংরক্ষিত- তপ/উপজাতি-০ সংরক্ষিত মহিলা-৩	ছাতাই প্রাইমারি স্কুল গ্রাম ও পোষ্ট- ছাতাই	২৭-০১-২০২৫ সোমবার সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

নির্বাচনী নির্ঘন্ট
১. খসড়া ভোটার তালিকা ১২-১২-২০২৪ এ প্রকাশ হবে সমিতির অফিস এ বেলা ১২ টার সময়।
২। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা করা যাবে ১২-১২-২০২৪ থেকে ২৬-১২-২০২৪ অব্দি সমিতির অফিস এ বেলা ১২ টা থেকে বৈকাল ৩ টা অব্দি।
৩। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী হবে ২৭-১২-২০২৪ এ সমিতির অফিস এ বেলা ১২ টা থেকে বৈকাল ৩ টা অব্দি।
৪। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ২৮-১২-২০২৪ এ প্রকাশ হবে সমিতির অফিস এ বেলা ১২ টার সময়।
৫। মনোনয়ন পত্র প্রদান ২৯-১২-২০২৪ এবং ৩০-১২-২০২৪ (ARO / ARO কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সমিতির ম্যানেজার) বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
৬। মনোনয়ন পত্র গ্রহন ৩০-১২-২০২৪ এবং ৩১-১২-২০২৪ (ARO কর্তৃক) বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
৭। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ০২-০১-২০২৫ বেলা ১২টা সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
৮। বৈধ মনোনয়ন পত্র তালিকা প্রকাশ ০২-০১-২০২৫ (ARO কর্তৃক) মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
৯। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ০৩-০১-২০২৫ বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
১০। চূড়ান্তপ্রার্থী তালিকা প্রকাশ ০৩-০১-২০২৫ (ARO কর্তৃক) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর বিকাল ৩টার পর সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস। ১১। প্রতীক বণ্টন (যদি প্রয়োজন হয়) ০৩-০১-২০২৫ বেলা ৪ টায় সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস।
১২। প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ ২৭-০১-২০২৫ সকাল ১১টা থেকেবিকাল ৪টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।
১৩। ভোটগণনা- ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর ২৭-০১-২০২৫ সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।
১৪। ভোটেরফল ঘোষণা - ভোটগণনার পর ২৭-০১-২০২৫ (ARO কর্তৃক) সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহন কেন্দ্র।
দ্রষ্টব্যঃ- ধারা অনুযায়ী মনোনয়পত্র ১০ নং নিদর্শে দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন পত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হবার যে যোগ্যতা তা থাকতে হবে। অনুরূপভাবে (Disqualification) বা অযোগ্য তার শর্তাবলী ও প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। [দেখুন WBCS Act 2006 amended up to date. WBCS Rules 2011] সকল নির্বাচককে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন একটি স্বচিত্র পরিচয় পত্র দেখিয়ে ভোট দিতে হবে।
স্বাক্ষর - শৌভিক সামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
হরিরামপুর ইশুরপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বকেয়ার দাবিতে জল ও আলো বন্ধ, আন্দোলনে পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুরসভার গেট থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন কর্মীরা। লাগাতার স্দোলনের জেরে চুঁচুড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সদর শহরে জমেছে আর্বজনার স্তূপ। বকেয়া বেতনের দাবিতে পানীয় জল ও আলোর মতো জরুরি পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলন করছেন হুগলি, চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। তবে অস্থায়ী কর্মীদের টানা আন্দোলন ও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে শাসক দলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। ফেসবুকে কর্মীদের আন্দোলন এবং রাস্তাঘাটে জমে থাকা ময়লা নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

শহর জুড়ে নোংরা জমে থাকায় নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। আন্দোলনকারী অস্থায়ী শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, কয়েকজন কাউন্সিলার প্রভাব খাটিয়ে আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে চাইছেন। তারই প্রতিবাদে এ দিনের মিছিল। ফেসবুকে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুবীর নাগ পুরপ্রধানকে খোলা চিঠি পোস্ট করে লেখেন, 'ক'দিন যাবত মাইনে দিতে না পারার জন্য পুর পরিষেবা বন্ধ রয়েছে, রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার, মাননীয় বিধায়ক সব দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু কেউ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট নন। কারণ দলীয় কোন্দল, কে কাকে পালটাবে আর ছোট করবে?'

তাঁর অভিযোগ, পুরসভার ভাঁড়ার শূন্য, রোজগার নেই। পুর প্রতিনিধিরা ভুতুড়ে লোক ঢুকিয়েছেন তাই এখন বেতন দিতে পারার দায় পুর পরিচালন সমিতির সকলের। তাঁর বক্তব্য, 'চন্দননগর পুরনিগম যদি ৬০০ লোকে চলতে পারে, তা হলে হুগলি,চুঁচুড়া পুরসভায় ২৮০০ অস্থায়ী কর্মচরী কেন নিয়োগ করা হল?' অস্থায়ী কর্মীদের লাগাতার আন্দোলন নিয়ে পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, 'আমরা কর্মীদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি। ডিসেম্বর মাসে আমরা চেষ্টা করছি বকেয়া বেতনের কিছুটা মেটানোর। সকলকে অনুরোধ করব, কাজ চালু রেখে আন্দোলন করুন।'

বাংলার মানুষ সুখে থাকায় বিরোধীদের কষ্ট হচ্ছে, দাবি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মানুষ মাত্রেই সমালোচনা করবে।আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর জগন্নাথ দেবের মন্দির পরিদর্শন নিয়ে তার ব্যঙ্গ করার হলে তিনি করুক তাতে কিছু যায় আসে না। জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন হলেই ওই জায়গার আর্থিক অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। বাংলার মানুষ সুখে আছে তাই বিরোধদের কষ্ট হচ্ছে।

শনিবার কাঁকসায় একটি রক্তদান শিবিরে এসে বিজেপির উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করলেন পান্ডবেস্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।শনিবার কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় যেখানে পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ২০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিন জেলা সভাপতি ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত,তৃণমূল নেতা আলম খান (পিরু), ছিলেন গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা সহ জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি জয়জিৎ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

এদিন শিবিরে যোগ দিয়ে সকল রক্তদাতা ও তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহ দেন জেলা সভাপতি।এতো বড় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় ব্লক নেতৃত্বকে জেলা সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শীতের শুরুতে যখন অন্যান্য দল সম্মেলন করে বেড়াচ্ছে তখন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কর্মীরা মানুষের সেবায় রক্তদান শিবির করছে। কাঁকসা ব্লকের কর্মীরা সব সময় চাঙ্গা আছে। আগামী ২৬ এর নির্বাচনে লড়াইটা এবার দারুণ হবে। কর্মীরা যখন ডাকবে তিনি তখন কাঁকসায় ছুটে আসবেন। বিজেপির পাড়ায় পাড়ায় সদস্যপদ সংগ্রহ নিয়ে তিনি বলেন, যখনই নির্বাচন আসে তখনই ভোট পাখিরা পাড়ায় পাড়ায় আসে।নির্বাচনের গন্ধ হয়েছে তাই ভোট পাখিরা উড়তে শুরু করেছে। এদিকে আবার দিল্লিতে নাকি বলে দেওয়া হয়েছে সদস্য পদ সংগ্রহে রাজ্য নেতৃত্ব ফেল।

দুঃস্থদের মিষ্টি ও শীতবস্ত্র উপহারে বিবাহবার্ষিকী পালন তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: নিজের বিবাহবার্ষিকীতে দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র দান করলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। উপহার পেয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন বাসিন্দারা।

আড়ম্বর কোনও অনুষ্ঠান নয়, পরিবর্তে দুঃস্থদের মিষ্টি ও শীতবস্ত্র উপহার দিয়ে নিজের তৃতীয় বর্ষের বিবাহবার্ষিকী পালন করলেন গোগলা এলাকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ। গৌতমবাবু তিন বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বছর তাঁর তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকী। সাধারণত বিবাহবার্ষিকীতে আড়ম্বর অনুষ্ঠানের রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের মধ্যে। ব্যতিক্রম গৌতমবাবু, তিনি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরও তাঁর জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। মানুষের আপদ বিপদে সবসময় তিনি পাশে থাকেন বলে দলের কর্মীরা জানান।

শনিবার সন্ধ্যেবেলায় তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে মাধাইপুর কোলিয়ারি তৃণমূল কার্যালয়ের পাশের বস্তির ১০০ জন পুরুষ মহিলাকে এদিন গৌতমবাবু স্বস্ত্রীক মিষ্টির প্যাকেট ও শীতবস্ত্র উপহার দেন। উপহার পেয়ে স্বভাবতই খুশি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা দু' হাত তুলে দম্পতিকে আশীর্বাদ দেন। ঘটনা প্রসঙ্গে গৌতমবাবু বলেন, 'তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ জীবনযাপন করেন। আমরা তাঁর দলের সৈনিক । তার আদর্শ মেনে চলার চেষ্টা করছি মাত্র।' দলনেত্রী ও এলাকার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় এইভাবে বিবাহবার্ষিকী পালন করার চিন্তা বলে জানান তিনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সরকারি স্টিকার লাগানো চারচাকা গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবোঝাই টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। জখম হয় আরও দু'জন। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের জয়রামপুর এলাকায়। মেমারি মালডাঙা রাস্তায় যাত্রী বোঝাই টোটোর সঙ্গে চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক পরিণতি। জানা গিয়েছে, যাত্রীবোঝাই টোটোটি কুসুমগ্রাম থেকে মন্তেশ্বরের অভিমুখে আসছিল।উল্টো দিক থেকে আসা চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগলে টোটোটি দুমড়ে মুছড়ে যায় এবং চারজন গুরুতর জখম হন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। মৃতদের মধ্যে একজন পরেশনাথ চন্দ্র তিনি টোটো চালক বয়স ৪০ বছর । অপরজন শ্যামনবগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সী বিশ্বনাথ রায়।

ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে শিবনোর ফুটবল একাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মরহুম হালিম হালিমা নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠল রেমন্ড এন্টারপ্রাইজ শিবনোর ফুটবল একাদশ। শনিবার রেমন্ড এন্টারপ্রাইজ শিবনোর ফুটবল একাদশ ও শিশির সাথী ফাউন্ডেশন বর্ধমান একাদশের মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। টানটান খেলায় ১-০ গোলে জয়লাভ করে রেমন্ড এন্টারপ্রাইজ শিবনোর ফুটবল একাদশ।

গত এক মাস আগে শুরু হয় মরহুম হালিম হালিমা নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। রবিবার এই টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হবে বর্ধমান জেলা পরিষদ ও রেমন্ড এন্টারপ্রাইজ শিবনোর ফুটবল একাদশের মধ্যে। শনিবার গেরাই ফুটবল মাঠে মরহুম হালিম হালিমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই খেলার মাঠে হাজির ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ, জেলা পরিষদের মেন্টর মহম্মদ ইসমাইল, আউশ গ্রাম ২-ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল লালন, জেলা যুব নেতা আফজল রহমান (সঞ্জু) আউশগ্রাম ২-পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই, আউশগ্রাম ২-ব্লকের সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ও ব্লক নেতৃত্ব।

মাঠ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে খেলার শুভ সূচনা করা হয়। এদিন মহিলা ঢাকি, মহিলা ব্যান্ড, আতশবাজি প্রদর্শনী ছিল চোখে পড়ার মত।আউশগ্রাম ২-ব্লক সভাপতি আব্দুল লালনের উদ্যোগে মরহুম হালিম হালিমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও দাতা লালন মিলন মেলার সূচনা করা হয়। আশপাশের জেলা থেকে মোট ১৬টি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে গেরায় ফুটবল মাঠে।

সূত্রের খবর, এদিন ফাইনাল খেলায় হাজির থাকবেন রাজ্য তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। ফাইনালে জয়ী দলকে নগদ ১লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৫ টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ফাইনালে পরাজিত দলকে নগদ ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১ টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এদিন খেলা দেখতে আশপাশের বহু ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ খেলার মাঠে হাজির হয়েছিলেন। এদিন বিচিত্রা অনুষ্ঠান করতে হাজির হয়েছিল বাংলা সিনেমার অভিনেতা অঙ্কুশ ও ওইন্দ্রিলা এছাড়াও ফাইনাল খেলার পর হাজির হবেন অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির হবেন মুম্বই ও কলকাতার নামজাদা শিল্পীরা।

শিল্পের সমাধান ক্যাম্পে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কুটির শিল্পের সমাধানে শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকে শিল্পের সমাধান নামে একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা ও উৎকর্ষ বাংলা জব ফেয়ারের মতো জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ডালি নিয়ে হাজির ছিল জেলা শিল্প উদ্যোগ নিগম।

তাঁতিদের বিশেষ ঋণদানের পাশাপাশি ছোট ছোট শিল্পগুলির পাশে দাঁড়াতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। ব্লকের অনেক শিল্পী ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে ঋণের আবেদন জানান। গড়বেতা এলাকার কুটির শিল্পীরা অনেকেই স্টিলের আলমারি, কাঠের আসবাবপত্র, ধূপকাঠি, পাপড় ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে সকলে উপকৃত হবেন বলে প্রশাসন মনে করছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে কেউ প্রশিক্ষণ নিলে তাকে মাসিক ১৫০০ টাকা অনুদানের পাশাপাশি সমস্ত রকম প্রশাসনিক সহযোগিতা করা হবে। গ্রিন পলিউশন লাইসেন্স এবং হোয়াইট পলিউশন লাইসেন্সের সমস্ত রকম সহযোগিতা এই শিল্পের সমাধান ক্যাম্প থেকে করা যাবে বলে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

নবকলা গ্রামের হাবিবুল্লা শেখ দীর্ঘদিন ধরে কাঠের কাজে যুক্ত তিনি এই এই ক্যাম্পে যোগ দেয়ার পর জানান, এক ছাদের নিচে এত কিছু পরিষেবা পেয়ে ভালো হলো। যে কাগজপত্র বানাতে তিন মাস লাগত একদিনে হয়ে গেলো। একই সুর বড়ডাবচা গ্রামের পাপিয়া মাহাতোর গলাতেও। তিনি পাপড় তৈরি করে বিক্রি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ক্যাম্পে অনেক কিছু শিখলাম জানলাম।'

চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাংলাদেশে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি এবং সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে হাই স্কুল ময়দান থেকে অমৃত বাউল লোকগান প্রসার সমিতির তরফে এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলে সামিল প্রত্যেককেই দ্রুত চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবি জানান। এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

এ বিষয়ে অমৃত বাউল লোকগান প্রসার সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি অখিল বর্মন জানান, 'আমরা সমস্ত লোকশিল্পীরা ও সাধুর শনিবার এখানে একত্রিত হয়েছি। বাংলাদেশের চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার ও সেখানকার সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ আমরা পথে নেমেছি। আমরা ধিক্কার জানাই! মৌলবাদী শাসনের অবসান হোক। দ্রুত চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং সেখানকার সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচার বন্ধ করা হোক, এটাই আমাদের দাবি।আমরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সহ সকলে একত্রিত ভাবে থাকি। বাংলাদেশের যেন সকলে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে।'

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় গুসকরা প্রিমিয়ার লিগের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে গুসকরা প্রিমিয়ার লিগের শুভ সূচনা হল শনিবার। গ্রুপ অফ ডায়মন্ড গ্রুপের পরিচালনায় প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও চতুর্থ বারের জন্য গুসকরা প্রিমিয়ার লিগের আসর বসল গুসকরা পিপি ইনস্টিটিউশনের মাঠে।

এদিন ক্লাব সদস্যরা ট্রফি নিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করেছিল নানা ব্যান্ড ও রণপা নৃত্যের দল। এদিন উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুসকরা এডি ইলেভেন স্টার ও ফাইনালে রানার্স দল রিদ্দিশা রয়েলস দলের মধ্যে। এদিন রিদ্দিষা রয়েলস টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন। নির্ধারিত ১২ ওভারে ব্যাট করে ১২৮ রান করে ৯ উইকেট হারিয়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রিদিশা রয়েলস ৬ ওভার ৩ বলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বল হাতে রিদিশা রয়েলস এর অধিনায়ক কমলেস ৩ উইকেট সংগ্রহ করে ও ব্যাট হাতে ২২ বলে ৭৮ রান করে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এদিন খেলার মাঠে কয়েক হাজার ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক খেলোয়ারদের উৎসাহিত করার জন্য হাজির হয়েছিলেন।

প্রাচীন প্রাসাদ আজ ধ্বংসাবশেষ, সংস্কারের আশ্বাস পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের অলিতে গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক না জানা ইতিহাস, পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর থানার ইলসড়াগ্রাম, এই গ্রামে এলেই দেখা যাবে এক বহু প্রাচীন গেট। স্থানীয় মানুষের কথায়, এই গেট নাকি প্রায় ৫০০ বছর আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

জানা গিয়েছে, রাজা শালী বাহনের আমলে রাজার গোমস্তা ছিলেন কেদারনাথ পালিত নামে এক ব্যক্তি। যার বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরে, শ্রীরামপুর থেকে অত্র অঞ্চলের কাজ বাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি, তাই রাজার নির্দেশে ইলসড়া নামক এইখানে জঙ্গল কেটে তিনি তৈরি করেছিলেন প্রাসাদ। যেখানে এক সময় ছিল হাওয়া মহল, বাইজি মহল,ঝাঁ চকচকে প্রাসাদ। আজ সেখানে কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। ভরে গিয়েছে গাছপালার জঙ্গলে। কালের সাক্ষী হিসেবে রয়েছে একটি বিশাল বড় গেটের ধ্বংসাবশেষ।

জানা গিয়েছে, এই গেটকে হাতি গলা গেট বলা হয়। রাজা এবং রাজপুত্ররা হাতি নিয়ে আসতেন এখানে। যাতে হাতি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকা যায় সেই জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল বড় গেট। সেই জন্যেই এই গেটের নামকরণ করা হয়েছে হাতি গলা গেট। তখন থেকেই পালিত পরিবারের আরাধ্য দেবতার শিব ঠাকুর। এখনও সেখানে শিব ঠাকুর পূজিত হন, তবে পরবর্তীতে কেদারনাথ পালিতের বংশধরেরা সেই মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন। বর্তমানে পালিত বংশের এক বংশধর দেবাশীষ পালিত বলেন, এই পুরনো গেটটি সংস্কার করা হলে সকলেই ভীষণ খুশি হবেন। এটি গ্রাম তথা জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান তাই এই স্থানকে সংরক্ষণের প্রয়োজন।

এই ইতিহাস সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আশ্বাস দিয়েছেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। তিনি বলেছেন, ওই পরিবার ব্লক অফিসে যোগাযোগ করলে সমস্ত কাজ কাগজ সরকারি দপ্তরের পাঠিয়ে তাঁরা চেষ্টা করবেন সংরক্ষণ করার।

আবাসের ঘর ফিরিয়ে নজির খানাকুলের বৃদ্ধ দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে। একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না...' ভূপেন হাজারিকার এই গানটা যেন বাস্তবে পরিণত করল আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বৃদ্ধ দম্পতি। হাসিমুখে আবাস যোজনার বাড়ি ফিরিয়ে দিল তারা। প্রতিবেশী গরিব মানুষ যাতে আবাস যোজনার বাড়ি পান সেই জন্য তারা লিখিত ভাবে বিডিওকে আবেদন করে। যাতে তাদের আবাস তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়।

খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েতের দাইনান গ্রামের বাসিন্দা পশুপতি বাগ ও ছবি বাগ। তাদের এবারে আবাস তালিকায় নাম ওঠে। কিন্তু তারা সেই বাড়ি নেবে না বলে জানিয়ে দেন স্থানীয় পঞ্চায়েতকে। কেননা ইতিমধ্যে তাদের নাকি পাকা বাড়ি হয়েছে। এই বৃদ্ধ দম্পতির এক ছেলে উপার্জনশীল। মাটির দেড়তলা বাড়ি আছে।

জমি বিক্রি ও ছেলের উপার্জনে পাকা বাড়ি তৈরি করেছে তারা। তাই আর বাড়ির প্রয়োজন নেই।২০১৮ সালে তারা ভাঙা মাটির বাড়ির জন্য আবাস তালিকায় নাকি আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ছেলে ভিন্ন রাজ্যে কাজ পাওয়ার পর থেকেই তাদের স্বচ্ছলতা ফিরতে থাকে।নতুন করে পাকার বাড়ি হয় তাদের। একমাত্র ছেলে বাবা ও মাকে পরামর্শ দেয় আবাস যোজনার তালিকা থেকে তাদের নাম যাতে কাটা হয় সেই ব্যবস্থা করতে।সেই মতো বৃদ্ধ বাবা ও মা হাসিমুখে আবাসের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষ করে পড়শি গরিব মানুষ যাতে বাড়ি পায় সেই জন্যই তিনি তড়িঘড়ি বিডিওকে আবেদন করে। খানাকুল এক নম্বর বিডিওর কাছে বাড়ি না নেওয়ার জন্য আবেদন লিখিত আবেদন করেন।

এই বিষয়ে ছবিদেবী বলেন, 'আমার ছেলে বাড়ি করে ফেলেছে।

মিউজিয়ামের 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র বন্ধ ঘর খোলার অপেক্ষা

বনস্পতি দে ● হুগলি

হাতের কাছে ঘোরার জায়গা চন্দননগর মিউজিয়াম। শীত পড়তেই দুপুরের মিঠে রোদে একটু ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষজন। যেখানে গোটা চন্দননগরের বিবর্তনের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। শীতের মরশুমে পর্যটকদের আনাগোনা একটু বেশি থাকে মিউজিয়ামে। তবে এবারে মিউজিয়ামে এলেও মিউজিয়ামের সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছেন না পর্যটকরা। তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ চন্দনগরের গর্ভনর জোসেফ ফ্রাসোয়াঁ দ্যুপ্লেক্সের নামে এই মিউজিয়াম।

চন্দননগরের ইতিহাস যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে সেই ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ঘর প্রায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় বন্ধ রয়েছে। মিউজিয়ামের এই দু'টি ঘরে রয়েছে ফরাসি উপনিবেশে ব্যবহার হওয়া শেষ পতাকা, তৎকালীন মানচিত্র এবং চন্দননগরের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

কিন্তু, গত ২৬ নভেম্বর এই দু'টি ঘরের ফলস সিলিং ও দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। জানা গিয়েছে, বিদেশি পর্যটকদের সামনেই বহু পুরনো কড়িকাঠের সিলিং ভেঙে পড়ে। এর কয়েকদিন পর আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সেই থেকে বন্ধ রয়েছে মিউজিয়ামের ঘর দু'টি। পরেরদিন থেকে সংস্কারের কাজ শুরু হলেও, তা শেষ হয়নি। আর এই মুহূর্তে রাজ্যে পর্যটনের ভরা

মরশুম। ফলে দেশ ও বিদেশের পর্যটকরা মিউজিয়ামে এলেও হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। কারণ, ওই দু'টি ঘরেই ছিল চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং বহু দলিল সংরক্ষিত রয়েছে। এমনকি দ্যুপ্লেক্স সাহেবের ব্যবহার করা চেয়ার, মূল্যবান চায়ের কাপ, চিনামাটির সামগ্রী, তৎকালীন চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া সরঞ্জাম এবং বিজ্ঞান চর্চার সামগ্রীও সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

এই নিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ফরাসি মিউজিয়ামের ডিরেক্টর বাসবী পাল। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'আমরা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগকে অনেক আগে সংরক্ষণের কথা জানিয়েছিলাম। এটা একটা ঐতিহাসিক হেরিটেজ। তার সংরক্ষণও হওয়া উচিত সময়ে সময়ে। কিন্তু, তারা কোনও গুরুত্ব দেয়নি। এখন ভেঙে পড়ার পরে সংস্কারের কাজ করছে।' তিনি বলেন, 'ভেঙে পড়া অংশগুলিকে সরানোর কাজ এখনও চলছে। মূল সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। এই মরশুমে পর্যটকদের আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও নথি দেখাতে পারছি না। সব নথি ও দলিল তুলে রাখতে হয়েছে একটা ঘরের মধ্যে। আমাদের জানানোর জায়গা একটাই। সেটা হল- ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ। তারাই দায়িত্বে রয়েছে। সিলিং ও দেওয়ালের কথা ছাড়ুন। মিউজিয়ামের জানালা-দরজাগুলি বহু বছর হল রং হয় না। একপোচ রং করাতে কত খরচ হয়! রং করানো হলে বর্ষায় নষ্ট হত না জানালা-দরজাগুলি ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র দু'টি ঘর বন্ধ থাকায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ট্যুরিস্ট গাইড। তিনি বলেন, 'সংস্কারটা খুবই দরকার। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেশি করে দরকার। কিন্তু, তার জন্য বর্তমানে বহু বিদেশি পর্যটক এসে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ নথি ও জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছেন না। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই কাজ শেষ হবে।'

প্রশ্ন হচ্ছে হেরিটেজ ঐতিহ্য বজায় রেখে কত দ্রুত মিউজিয়ামের কাজ শেষ হবে ? কারণ, হেরিটেজের ক্ষতি না-করে সংস্কার করা এক-দু'দিনের বিষয় নয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া জরুরি। ফলে কতদিনে আবারও ফরাসি মিউজিয়াম 'দ্যুপ্লেক্স প্যালেসে'র বন্ধ ঘর খুলবে, সেটাই এখন দেখার।

পাঁচ গোলের ম্যাচে হারতে হারতে জয় মোহনবাগানের

কেরলকে হারাল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা তিন ম্যাচে জিতে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে মোহনবাগানের কোচ হোসে মোলিনা জানিয়েছিলেন, দলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আর একটু হলেই সেই আত্মতুষ্টি ডুবিয়ে দিচ্ছিল মোহনবাগানকে। তা হতে দিলেন না আলবের্তো রদ্রিগেস। সংযুক্তি সময়ে তাঁর গোলে কেরলের বিরুদ্ধে পিছিয়েও তিন পয়েন্ট পেল মোহনবাগান। মোহনবাগান জিতল ৩-২ গোলে। উঠে গেল আইএসএলের শীর্ষে।

প্রথমার্ধে জেমি ম্যাকলারেনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান হেসুস জিমেনেজ। এর পর মিলোস দ্রিনচিচের গোলে এগিয়ে যায় কেরল। পরিবর্ত হিসাবে নামা জেসন কামিংস সমতা ফেরান। সংযুক্তি সময়ে দূরপাল্লার শটে গোল আলবের্তো রদ্রিগেসের।

একই ম্যাচে কী ভাবে নায়ক এবং খলনায়ক হওয়া যায় তা দেখিয়ে দিলেন বিশাল কাইথ। প্রথমার্ধে মোহনবাগানকে নিশ্চিত গোল হজম করার হাত থেকে বাঁচালেন। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ভুলেই কেরলের দু'টি গোল হল। তবে দিনের শেষে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে তিন পয়েন্টে। কেরলের বিরুদ্ধে শুরুটা যে এ রকম হবে তা ভাবতেই পারেনি মোহনবাগান। মিকায়েল স্টাহরের দলের আক্রমণে ভেসে গিয়েছিল মোহনবাগানের রক্ষণ। সে সময় গোলকিপার বিশাল কাইথ না থাকলে নিশ্চিত ভাবে দু'টি গোল খাওয়ার কথা সবুজ-মেরুনের। আপুইয়ার ভুল পাস থেকে বক্সের বাইরে আচমকা বল পেয়ে গিয়েছিলেন নোয়া সাদাউই। দূর থেকে তাঁর নেওয়া শট আপুইয়ারই গায়ে লেগে গোলে ঢুকছিল। কোনও মতে লাফিয়ে ডান হাতে সেই বল বার করে দেন বিশাল। তার কয়েক মিনিট পরে সুযোগ তৈরি করেছিলেন নোয়া নিজেই। এ বার বাঁ দিক থেকে ভেতরে ঢুকে আসা পাস চকিতে ব্যাক হিল করেছিলেন জেসুস জিমেনেজ। ওই জায়গায় যে কোনও গোলকিপারের গোল খেয়ে যাওয়ার কথা। অসাধারণ রিফ্লেক্স থাকলে তবেই সেভ করা সম্ভব। সেটাই করলেন তিনি। বিশাল জাতীয় দলের প্রথম একাদশে না-ই খেলতে পারেন। তবে মোহনবাগানে তাঁর জায়গা নেওয়ার কেউ নেই। সেটাই দেখা গিয়েছিল প্রথমার্ধের কয়েক মিনিটে। কে জানত দ্বিতীয়ার্ধে ও ভাবে দু'টি ভুল করবেন তিনি। প্রথমে তিনি শুভাশিস বসুকে পাস দিতে গিয়ে ভুল করলেন। শুভাশিসকে বলে দেওয়া উচিত ছিল তাঁর সামনে বিপক্ষের ফুটবলার রয়েছেন। শুভাশিস চাপের মুখে বল হারালেন। সেই ভুলের সুযোগে গোল করেন হেসুস। কিছু ক্ষণ পরেই কর্নার থেকে বল তালুবন্দি করতে পারেননি। মাটিতে পড়া বলে জোরালো শটে গোল করেন দ্রিনচিচ।

খেলার বিপরীতে গিয়েই গোল খেয়ে যায় কেরল। প্রথমার্ধের প্রথম ১৫ মিনিট মোহনবাগানের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল তারা। জেসুস এবং নোয়া মিলে মোহনবাগানের রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন। সেই সময়ে একাধিক গোল তুলে নিতে পারত তারা। সেটা পারেনি। উল্টে গোল খেয়ে যায় গোলকিপারের ভুলে। ম্যাকলারেনের পজিশনিং আইএসএলের বাকি স্ট্রাইকারদের তুলনায় অনেক ভাল। সেটা দেখা গেল আরও এক বার। লিস্টন কোলাসো, শুভাশিস বসু ঘুরে ডান দিকে বল পেয়েছিলেন আশিস রাই। কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই তিনি শট নিয়েছিলেন গোল লক্ষ্য করে। কেরল গোলকিপার সচিন সুরেশ তা হাত দিয়ে বাইরে বার করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলটি স্রেফ আটকালেন। সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাকলারেন। বল জালে জড়ানোর জন্য তাঁকে ন্যূনতম পরিশ্রমও করতে হয়নি।

প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কেরল চেপে ধরেছিল মোহনবাগানকে। তবে এ বার পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে চাপ বজায় রেখে দু'টি গোল তুলে নেয় তারা। ঘরের মাঠে মোহনবাগানের সামনে হার অপেক্ষা করছিল। এই সময়েই মোলিনা তাঁর আস্তিন থেকে আসল তাস বার করলেন। ম্যাকলারেনের পাশে নামিয়ে দিলেন কামিংসকে। লিস্টনকে তুলে নামালেন আশিককে। মোহনবাগানের সমতা ফেরানোর গোল এল এই দু'জনের পা থেকেই। আশিকের পাস থেকে শট নিয়েছিলেন পেত্রাতোস। তা শেষ মুহূর্তে কামিংসের পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢুকে যায়। সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মোলিনার প্রশংসা প্রাপ্য। পিছিয়ে থাকা অবস্থায় রক্ষণের খেলোয়াড় তুলে নিয়ে ফরোয়ার্ড নামানো সহজ কাজ নয়। তিনি সেটাই করলেন। রক্ষণে তিন জনকে রাখলেন। একটু সামনে রাখলেন অনিরুদ্ধ থাপাকে। শেষ মুহূর্তে নাগাড়ে আক্রমণের জেরেই তিন পয়েন্ট পেল মোহনবাগান।

শান্তিনিকেতন গতির লড়াই সূচনা হল কবিগুরু কার র‍্যালির

কবিগুরু ২০২৪ কার র‍্যালিরর সূচনায় বাঁদিক থেকে কম্পিটিটর রিলেশন অফিসার অয়ন মিত্র, মাঝে ক্লার্ক অফ দ্য কোর্স সন্দীপ সরদার ও ডানদিকে আয়োজক বেঙ্গল মোটর স্পোর্টস ক্লাবের সম্পাদক প্রতীম চৌধুরী।

কলকাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শনিবার ফ্ল্যাগ অফ হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত কবিগুরু ২০২৪ কার র‍্যালিরর। কলকাতা থেকে বীরভূম পর্যন্ত এই র‍্যালি দেখার অপেক্ষায় থাকবেন গাড়িপ্রেমী মানুষজন। বেঙ্গল মোটর স্পোর্টস ক্লাব আয়োজন করছে কবিগুরুর নামাঙ্কিত এই কার র‍্যালির। ক্লাবের সম্পাদক প্রতীম চৌধুরীর উদ্যোগেই শহরবাসী সাক্ষী থাকবে এই র‍্যাকলির। শনিবার ড্রিস্টিক গ্র্যান্ড লজ অফ বেঙ্গলে ফ্ল্যাগ অফ হয় এই কার র‍্যালিরর। যার সূচনা করেন ক্লার্ক অফ দ্য কোর্স সন্দীপ সরদার। এছাড়াও ঝলমলে ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে চিফ কোঅর্ডিনেটর অরুণ ভাটিয়া, চিফ মার্শাল অনির্বাণ মুখার্জী সহ হাজির ছিলেন অয়ন মিত্র, অমিত পাল। শীতের মরসুমে কবিগুরুর শহরে সাহিত্য নয়, চার চাকা দাপিয়ে বেড়াবে জাতীয় স্তরের এই র্যাযলিতে। অংশ নেবে ২১টি গাড়ি। ১৯৯৮ সাল থেকেই সুনামের সঙ্গে চলছে এই কার র‍্যালির। গোটা ভারত থেকেই আসবেন অংশগ্রহণকারীরা। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আজগার আলি, সুবীর রায়, যোগেন্দ্র জয়সওয়ালরা। ইস্ট জোনের সেরারা সুযোগ পাবেন বেঙ্গালুরুতে অল ইন্ডিয়া ফাইনাল কার র‍্যালিরতে। বেঙ্গল মোটর স্পোর্টস ক্লাবের সম্পাদক প্রতীম চৌধুরী জানান, 'আমরাই সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফের অ্যাম্বাসাডর। ফলে পুরো র‍্যালিরতেই থাকবে নিয়মের কড়াকড়ি। বিভিন্ন এলাকায় থাকবে মার্শাল পয়েন্ট। সেটা কোথায় থাকবে আগে থেকে জানানো থাকে না। সেখানে পৌঁছনোর আইডিয়াল টাইম আগে থেকেই দেওয়া থাকবে। আগে পৌঁছলে পেনাল্টি বেশি, পরে পৌঁছলে পেনাল্টি কম। যে যত পেনাল্টি কম পাবে, সে হবে জয়ী।'

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

যোগীরাজ্যে ফের এনকাউন্টার, গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু দাগী অপরাধীর

লখনউ, ১৪ ডিসেম্বর: ফের এনকাউন্টার যোগীরাজ্যে। শনিবার পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে গুরুতর আহত হয় এক দুষ্কৃতী। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে একাধিক খুনের মামলা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃতের নাম সনু মটকা। সে উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। সনু দিল্লির হাশেম বাবা নামে একটি দুষ্কৃতী দলের সদস্য ছিল বলে জানা গিয়েছে।

আশপাশের এলাকার ত্রাশ হয়ে

উঠেছিল সে। তার বিরুদ্ধে লুটপাট, ডাকাতি, তোলাবাজি, খুনের চেষ্টা-সহ হাজারও অভিযোগ ছিল। একদিকে এই দুষ্কৃতীকে যেমন খুঁজছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, তেমনই দিল্লি পুলিশও তক্কে তক্কে ছিল। পলাতক সনুর মাথার দাম ৫০হাজার টাকা রেখেছিল পুলিশ।

শনিবার সনু টিপি নগর পুলিশ থানা এলাকায় রয়েছে বলে জানতে পারে পুলিশ। খবর পেয়ে যৌথ অভিযান চালায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশাল স্টাস্ক ফোর্স ও দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। তাকে ধরতে গেলে অপরাধী পালানোর চেষ্টা করে বলে দাবি পুলিশের। সেই সময় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তার। এসটিএফের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অমিতাভ যশ বলেন, 'এনকাউন্টারের সময় সনু গুরুতর আহত হয়। সনুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়।'

রাজস্থানের সরকারি হাসপাতালে ইঁদুরের কামড়ে বালকের মৃত্যু

জয়পুর, ১৪ ডিসেম্বর: ইঁদুরের কামড়ে দশ বছর বয়সি ক্যানসার আক্রান্ত বালকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল রাজস্থানের এক সরকারি হাসপাতালে। বালকের পায়ে ইঁদুর কামড়ায় বলে দাবি। তবে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, রোগীর মৃত্যু হয়েছে সেপ্টিসেমিয়া শক এবং সংক্রমণের জেরে।

১১ ডিসেম্বরে জ্বর ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত ওই বালককে স্টেট ক্যান্সার ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একটি স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ভর্তি হওয়ার পরই বালকটিকে দেখা যায় কাঁদতে। পরিবারের সদস্যরা তার গায়ে চাপা দেওয়া কম্বলটি সরিয়ে দেখেন একটি পা থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ষত দেখে তাঁরা অভিযোগ তোলেন, তাকে ইঁদুরে কামড়েছে। পরিবারের সদস্যরা কর্তব্যরত নার্সদের বিষয়টি জানালে তাঁরা প্রাথমিক শুশ্রুষা করেন। এই বিষয়ে হাসপাতালের সুপার সন্দীপ জাসুজা বলেন, 'রোগীর মৃত্যু ইঁদুরের কামড়ে হয়নি। তার জ্বর ও নিউমোনিয়া ছিল। বালকটি সংক্রমণ ও সেপ্টিসেমিয়া শকের কারণে মারা গিয়েছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, তবু ইঁদুরের কামড়ের অভিযোগ পাওয়ায় বালকের সেই সংক্রান্ত চিকিৎসাও করা হয়। হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ক্যানসার আক্রান্ত বালকের মৃত্যুর পর স্বাস্থ্য শিক্ষা সচিব রিপোর্ট তলব করেছেন। ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এআই বিশেষজ্ঞের রহস্যমৃত্যু

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৪ ডিসেম্বর: ওপেন এআই সংস্থায় কর্মরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত এআই গবেষকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। তাঁর নাম সুচির বালাজি। ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজের ফ্ল্যাট থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দিন কয়েক আগেই সংস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। সেই আবহে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। তবে প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা করেছেন সুচির। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে। স্যান ফ্রান্সিস্কোর বুচানন স্ট্রিটের একটি আবাসনে থাকতেন সুচির। নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখ তাঁর ঘর থেকেই দেহ উদ্ধার হয়। বিষয়টি সামনে আসে শনিবার। ঘটনার দিন দুপুর ১টা

নাগাদ পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক তদন্তে খুন বা অন্য কোনও ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই খবর। উল্লেখ্য, মৃত্যুর প্রায় তিনমাস আগে ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সুচির। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর সংস্থা আমেরিকার কপিরাইট আইন ভেঙেছে। চ্যাটজিটিপির প্রযুক্তি ইন্টানেটের ক্ষতি করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এরপরেই সংস্থা ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এই আবহে তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনিয়েছে।

থাইল্যান্ডে উৎসবে বোমা হামলায় মৃত ৩

ব্যাঙ্কক, ১৪ ডিসেম্বর: থাইল্যান্ডের তাক প্রদেশে একটি উৎসবে বোমা হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৪৮ জন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা গুরুতর। শুক্রবার রাতে প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উমফাং এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ওই উৎসবের নাম রেড ক্রস দোই লয়ফা মেলা। প্রতিবছর উমফাং এলাকায় এ মেলার আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার মেলায় দর্শনার্থীদের জমায়েতে বিস্ফোরক ছুড়ে মারা হয়। তখন হতাহতের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পুলিশের বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম ও বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, হামলায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত

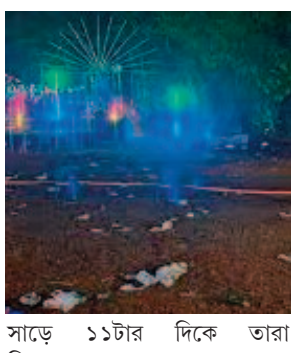

সাড়ে ১১টার দিকে তারা বিস্ফোরণের খবর পায়। আর উমফাং এলাকার উদ্ধারকারী দল এক বিবৃতিতে বলেছে, বিস্ফোরকটি মেলার বাইরে একটি মঞ্চের গোড়ায় এসে পড়ে। সেখানে দর্শনার্থীরা নাচছিলেন। আহত কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। হামলার শিকার ব্যক্তির সহায়তার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। মেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের উপস্থিতি বাড়াতে বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের খবর অনুযায়ী, সপ্তাহব্যাপী চলা এই মেলায় চলতি বছর ৮-৯ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। এরই মধ্যে মেলার শেষ দিনের আগের রাতে বোমা হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন ফুটবলার কাভেলাশভিলি

তিবিলিসি, ১৪ ডিসেম্বর: জর্জিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন ফুটবলার মিখাইল কাভেলাশভিলি। ৫৩ বছরের ওই ব্যক্তি জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির প্রাক্তন সাংসদ। তিনিই ছিলেন প্রেসিডেন্ট পদের একমাত্র প্রার্থী। তাঁর মনোনয়নের ব্যাপারে সিলমোহর দেয় তাঁর দল পরিচালিত ইলেক্টোরাল কলেজ।

রাজনীতির ময়দানে আসার আগে সবুজ ময়দানে ফুটবল খেলতেন কাভেলাশভিলি। ম্যাঞ্চেস্টারে দু'বছর খেলেছিলেন তিনি। খেলতেন স্ট্রাইকার পজিশনে। ১৯৯৭ সালে লিগে সিটির হয়ে খেলে ৩ গোল করেছিলেন। ২০০৬ সালে অবসর নেওয়ার আগে আরও বহু ক্লাবেই খেলতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি জর্জিয়ার জাতীয় দলেরও খেলোয়াড় ছিলেন কাভেলাশভিলি। ১৯৯১

সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ৪৬টি ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ৯টি।

প্রসঙ্গত, তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করার বিষয়টি দেশের বহু মানুষের অপছন্দ। জর্জিয়ার চারটি প্রধান দলই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অভিযোগ করেন, গত অক্টোবরে হওয়া নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছিল। তবে তাঁর দলের বিরুদ্ধে জনরোষ গড়ে ওঠার প্রধান কারণ ২০২৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকে পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কাভেলাশভিলিকে প্রেসিডেন্ট বাছার পর সেই রোষ আরও বেড়েছে। অনেকের দাবি, জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিডজিনা ইভানিশভিলের 'হাতের পুতুল' তিনি।

পাশাপাশি তাঁদের দল পশ্চিম নয়, রাশিয়ার বেশি ঘনিষ্ঠ বলেও অভিযোগ বিরোধীদের। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সালোম জোরাবিচভিলিও কাভেলাশভিলির নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ২৯ ডিসেম্বর শেষ হবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ। এখনও পর্যন্ত প্রতিবাদে শামিল হওয়ায় ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারশোর বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে শতাধিক জনকে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/032(e)/2024-25, dt. 14.12.2024 Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for routine preventive maintenances of 08 nos. Mahindra Maxximo FOT.
2. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/033(e)/2024-25, dt. 14.12.2024 Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for routine preventive maintenances of 10 nos. Tata Ace Super Mint FOT.
3. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/034(e)/2024-25, dt. 14.12.2024 Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for routine preventive maintenances of 08 nos. Tata Ace FOT. Documents download start date & Bid submission start date-**16.12.2024.** Bid Submission Closing Date-**27.12.2024.** For Details: **https://www.wb-tenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through offline under following. **1) NIT NO:- 12/Ban GP/2024-25/15th CFC TIED/UNTIED, DATE:-13.12..2024.** The last date Of Application for tender form on **23.12.2024 up to 4:00 pm.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e-Tender are invalid through online Bid System under following. 1) **NIeT NO:- 11/BANNYESWAR GP/5th SFC/2024-25, DATE:-13.12..2024.** The last date for online submission of all tender is **21.12.2024 up to 14:00 hours.**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-tender for execution of 01 (One) No. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-04/339(e)/2023-24 (2nd call)** Bid Submission Start Date: **14.12.2024.** Last date of online submission: **06.01.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ ঃ ১১/১২/২০২৪। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** এই লিংকের অধীনে পাওয়া যাবে। এই ই-টেন্ডারগুলির জন্য দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** এই লিংকটি ব্যবহার করে দাখিল করতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা অথবা আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরবরাহকারীগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিসের ঠিকানাঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের অফিস। **ক্র. নং. [১]। টেন্ডার নং. ৭৫২৪৩৯৪১। দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** (i) সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৪০, অল্ট-১৫ অনুসারে ডব্লুএজি-৯এইচ-এর জন্য ইকিউ. মাউন্টিং, ছাদ, কেবেল পাতা, সংযোগ প্রদান, ভিবি, ভিসি, টেস্টিং সেকশন প্রভৃতির জন্য স্টেনলেস স্টিলের হার্ডওয়্যার দফাসমূহ [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]। (ii) ডব্লুএজি-এইচসি-র প্যানেল সেকশনের জন্য স্টেনলেস স্টিলের হার্ডওয়্যার দফাসমূহ। ৩ইএইচপি৪১৬০০১, ৩ইএইচপি৪১৬০০৩, ৩ইএইচপি৪১৬০০৪, এনবি৩৩২৬০০পি০ স্পেসিফিকেশন ঃ সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৪০ অল্ট-১৫ [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস], (iii) সিএলডব্লু/সিআরজে-র ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য হারনেস সেকশন -এর স্টেনলেস স্টিল হার্ডওয়্যার দফাসমূহ। ৩ইএইচপি৪১৬০০৩ পি০৩১২, ৩ইএইচপি৪১৬০০৩পি০৪১৬ স্পেসিফিকেশন ঃ সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৪০ অল্ট-১৫ [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]। **পরিমাণ ঃ** (i) ৮৯১.০০ সেট, (ii) ২৭৫.০০ সেট, (iii) ২৭৫.০০ সেট। **প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ₹৭,০৭,৮৮০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ঃ** ০৩/০১/২০২৫ **তারিখ সকাল ১১টা।**
PR8/736 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Supply, Testing & Commissioning of Mobile Environment Management Solution (Mist Canon cum Water Sprinkler) including 5 years comprehensive maintenance criteria, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/NIT-64/24-25
Tender ID : 2024_MAD_785414_1 • Estimated Amount : 84,72,797/-
Last Date : 30th December 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

রবিবার • ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

হাতের লেখা আজ কতটা প্রাসঙ্গিক

অশোক সেনগুপ্ত

১৯৩০ সালের ৩ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে একটি চিঠি লেখেন সত্যভূষণ সেনকে। দুষ্প্রাপ্য সেই চিঠি অনলাইনে নিলামে ২১ লাখ টাকায় বিক্রি হয় কিছুকাল আগে। বাংলাদেশের নিলাম হাউজ অষ্টগুরু'র 'কালেক্টর'স চয়েস' মডার্ন ইন্ডিয়ান আর্ট শীর্ষক নিলামে এই চিঠিটি তোলা হয়। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান ধারণা করেছিল, চিঠিটি নিলামে ২-৩ লাখ টাকায় বিক্রি হতে পারে। কিন্তু তার চাইতেও সাত গুণ বেশি দামে বিক্রি হয় সেটি। একাধিক শিল্প সংগ্রাহকের মধ্যে প্রতিযোগিতার পর ২১ লাখ ১৩ হাজার ২১২ টাকায় বিক্রি হয় সেটি।

প্রযুক্তির এই যুগে হাতের লেখা থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে গেছে। আগে আমরা প্রবীনরা অনেকেই চিঠি লিখতাম। ক্লাশে মাস্টারমশাইয়ের নোট নিতাম। এখন এ সব মুঠোফোনের কাজ। যার ফলে হাতের লেখা ক্রমেই হয়ে উঠছে অতীতের স্মৃতি। একসময় হাতের লেখার স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য পরীক্ষায় বাড়তি নম্বর বরাদ্দ থাকতো।

এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই নিষ্ঠাভরে হাতের লেখা শেখান পল্লবী চ্যাটার্জী। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, '৬-১৫ বছর বয়সের বাচ্চাদের যত্ন সহকারে হাতের লেখা শেখানো হয়। খুবই স্বল্প পারিশ্রমিকে আমি বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে হাতের লেখা শেখাই। অনলাইন আর অফলাইন। প্রথম ক্লাস আমি ফ্রি ট্রায়াল দিই। ইচ্ছুক থাকলে অবশ্যই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ৭৪৩৯৭৫২১২৩ নম্বরে।'

বিভিন্ন সময়ে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু-সহ অনেক নামী ব্যক্তির হাতের লেখা নিয়ে খবর হয়েছে। বিখ্যাতদের হাতের লেখা দেশে-বিদেশে নীলাম হয়েছে নানা সময়ে। এখনও সংরক্ষিত চিঠিপত্রে আমরা অনেকের হাতের লেখা দেখার সুযোগ পাই। ক্রমেই কমে যাচ্ছে বিখ্যাতদের নতুন নতুন হাতের লেখার

সংরক্ষণ। বছর দেড় আগে নীলামে ওঠে স্টিভ জোভসের লেখা বিজ্ঞাপনের খসরা। এতে পাওয়া যায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ডলার। হাতের লেখা বা লিপি-র শিল্প (ক্যালিগ্রাফি) নিয়েও কেউ কেউ চর্চা করেন। পল্লবী চ্যাটার্জী নিজেও শেখেন এই শিল্প। হাতের লেখা দেখে মানুষ চেনা যায়। এ

নিয়েও চর্চা করেন অনেকে।

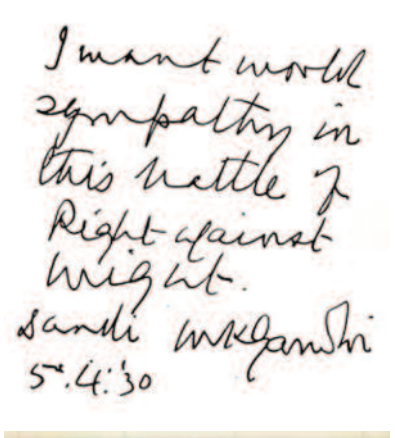

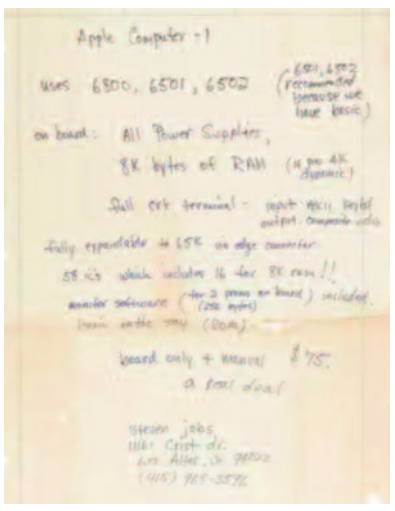

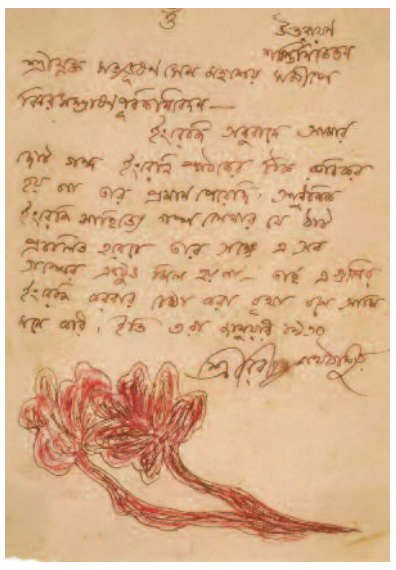

ভবানীপুরে 'ইওরোকিডস'-এর প্রি স্কুলে কিছুদিন হাতের লেখা শিখিয়েছিলেন পল্লবী। তাঁর মতে, 'পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার জন্যেও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখার পরামর্শ দেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। যদি আপনার সন্তানের হাতের লেখা খারাপ হয়, তাহলে এই কয়েকটি পদ্ধতি তাকে শেখান। মুক্তোর মতো হয়ে যাবে। প্রথমত, হাতে লেখা সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। গবেষণায় হাতের লেখার কাজ বনাম কীবোর্ডিংয়ের কাজ নতুন তথ্য শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, বাচ্চারা একই নম্বর টাইপ করার চেয়ে যদি তারা এটি লিখে রাখে তবে তারা একটি সংখ্যা মনে রাখতে পারে।'

সব মিলিয়ে ভাবুন, আপনার বা পরিবারের শিশুটির হস্তাক্ষরের দিকে কতটা, কীভাবে নজর দেওয়া সম্ভব।

সেই থেকে

সিদ্ধার্থ সিংহ

এক ছিল কুকুর। তার ছিল বিরাট জমিদারি। সেই জমিদারিতে অনেক পশুপাখি কাজ করত। প্রধান কর্মচারী, মানে ওই জমিদারের নায়েবমশাই ছিল এক বিড়াল।

একদিন কুকুর মনে মনে ভাবল, বয়স তো অনেক হল, সারাজীবন শুধু বিষয়-সম্পত্তি আগলেই বসে রইলাম। নিজের জমিদারির সীমানার বাইরে গেলামই না। এই দুনিয়ার কিছুই দেখা হল না। চলাফেরার শক্তি থাকতে থাকতে এ বার একটু দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে কেমন হয়! সেই সঙ্গে তীর্থ-দর্শনও করে আসা হবে।

বিড়ালের ওপরে সমস্ত জমিদারি দেখাশোনা করার ভার দিয়ে কুকুরমশাই বেরিয়ে পড়ল।

কুকুরমশাই চলে যেতেই বিড়াল ভাবল, এমন মনিবের কাছে চাকরি করি যে, একটা দিনও ছুটি পাওয়া যায় না। এত দিনে একটা সুযোগ পেয়েছি। জমিদারবাবু যখন নেই--- যাই, এই ফাঁকে কিছু দিন দেশের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। কুকুরের প্রধান বরকন্দাজ ছিল একটা ইঁদুর। বিড়াল তাকে ডেকে বলল, এই শোন, আমি কয়েক দিনের জন্য একটু দেশে যাচ্ছি। আমি যে ক'টা দিন থাকব না, তুই কিন্তু সেই ক'টা দিন এ দিকটা একটু সামলাস। বলেই, বিড়াল দেশে চলে গেল।

এ দিকে এত বড় জমিদারি একার পক্ষে দেখভাল করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। ইঁদুরের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে গেল। সে একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে ভাবল, বাহ্! সবারই ছুটি আছে, শুধু আমারই নেই, না? ঠিক আছে, আমাকে থাকতে বলেছে তো, আমি থাকব। কিন্তু কোনও কাজ করব না। এই ক'টা দিন শুধু পড়ে পড়ে ঘুমব।

সত্যিই তাই করল সে। কেবল ঘুমিয়েই দিন কাটাতে লাগল। কোনও দিকেই নজর দিল না। এই সুযোগে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে খেতের সমস্ত ফসল খেয়ে যেতে লাগল।

তার দেখাদেখি বাকি কর্মচারীরাও ফাঁকি দিতে শুরু করল। ফাঁকি মানে, হাজিরা দিতে লাগল ঠিকই, কিন্তু কেউই কোনও কাজে হাত লাগাল না। ফলে জমিদার বাড়িতে অন্য কাজ তো দূরের কথা, ঝাঁট পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। যত রাজ্যের ধুলোবালি দিন দিন জমতে লাগল। আগাছায় ছেয়ে গেল গোটা বাগান। দামী দামী ফুলের গাছ শুধু একটু যত্নের অভাবে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরতে লাগল। অবশেষে একদিন কুকুরমশাই দেশে ফিরে এল। বাড়িঘর, বাগান আর খেতের অবস্থা দেখে সে তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। হুংকার দিয়ে বলল, এ কী হাল হয়েছে আমার বাড়ির? বিড়ালকে সব দেখভাল করার ভার দিয়ে গিয়েছিলাম। তাকে তো দেখছি না! সে হতভাগা গেল কোথায়?

কুকুরমশাইয়ের চিৎকার শুনে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল ইঁদুর। তাকে দেখে কুকুরমশাই গর্জন করে বলল, এই হল আর এক হতভাগা। আমার বাড়িঘরের এ রকম হাল কেন হল রে? কোনও দিকে নজর দিসনি তোরা, না? বিড়াল কোথায়?

ইঁদুর কাচুমাচু মুখ করে বলল, আজ্ঞে, আপনি চলে যাবার পরেই তো নায়েবমশাই দেশে চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, ক'দিন বাদেই ফিরে আসবেন। কিন্তু কোথায়! বছর ঘুরতে চলল, অথচ এখনও তো তার ফেরার কোনও নাম নেই!

কুকুর বলল, যাও। এক্ষুনি তার বাড়িতে যাও। সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি তাকে মজা দেখাচ্ছি।

খানিক বাদেই তার বাড়ি থেকে বিড়ালকে ধরে নিয়ে এল ইঁদুর। বিড়াল আসতেই কুকুরমশাই হুংকার দিয়ে বলল, তোমার ওপরে আমার ঘরবাড়ি আর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি দেখছি, সেই দায়িত্ব চমৎকার ভাবে পালন করেছ। হতভাগা, তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

বিড়াল সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, কী রে? কী শুনছি আমি? তোর ওপরে দেখাশোনার ভার দিয়ে দুটো দিনের জন্য আমি একটু দেশে গিয়েছিলাম। আর তুই কোনও দিকে নজর দিসনি? শুধু ফাঁকি দিয়েছিস? দাঁড়া, আমি তোর ব্যবস্থা করছি। বলেই, ইঁদুরের দিকে তেড়ে গেল বিড়াল। ইঁদুর তো বেগতিক দেখে দে ছুট। বিড়ালও তার পিছনে ধাওয়া করল। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। সরু গর্তের মধ্যে ঢুকে ইঁদুর উধাও হয়ে গেল।

বিড়াল চিৎকার করে বলল, পালাবি কোথায়? একদিন না একদিন তো তোকে হাতের কাছে পাবই, তখন একেবারে মজা দেখিয়ে ছাড়ব।

ওর কীর্তি দেখে কুকুরমশাই বলল, শোনো, ইঁদুরকে তো আমি কোনও দায়িত্ব দিয়ে যাইনি। কাজেই ওকে আমি কিছু বলব না। আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করোনি। ফলে ওকে নয়, আমি তোমাকেই সাজা দেব। কঠোর সাজা। বলেই, এক লাফে কুকুরমশাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিড়ালের ওপরে। ঘাড় মটকে দেবে বলে। সেটা টের পেয়েই নিজের প্রাণ বাঁচাতে পাইপাই করে বনের দিকে ছুটতে লাগল বিড়াল। কুকুরমশাইও তার পিছু ছাড়ল না। বিড়ালও দৌড়তে দৌড়তে শেষ পর্যন্ত একটা উঁচু গাছের মগডালে উঠে পড়ল।

কুকুরমশাই তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আচ্ছা, আমাকে ফাঁকি দিবি ভেবেছিস? ঠিক আছে, তুই তো আর চিরকাল গাছের ওপরে বসে থাকতে পারবি না। তোকে একদিন না একদিন নীচে নামতেই হবে। তখন?

সেই থেকে শুরু হল কুকুরের সঙ্গে বিড়াল আর বিড়ালের সঙ্গে ইঁদুরের শত্রুতা। সে শত্রুতা আজও সমানে চলেছে। তাই আজও ইঁদুরকে দেখলেই বিড়াল তাড়া করে। আর বিড়ালকে দেখলেই কুকুর। অথচ ইঁদুর আর কুকুরের মধ্যে কিন্তু কোনও শত্রুতা নেই। অন্তত আজ পর্যন্ত তো নেই-ই।

দুই নদীর গল্প

সায়ন্তনী বসু চৌধুরী

বিধ্বস্ত আবিরা নিজের লজ্জাটুকু কোনওমতে ঢেকে নিয়ে হোটেল রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল। এভাবে আর কত দিন নিজের রূপ বিক্রি করে সৌরাংশুর হাতে সাফল্যের ট্রফি তুলে দিতে হবে জানে না আবিরা। তার গ্ল্যামারাস ত্বক, টানটান নির্মেদ চেহারা সবই তো আসলে ওই লোকটার পাতা ফাঁদ।

— তুই এবার বিয়ের কথা ভাব রে। প্রতিটা মেয়েরই তো একটা সামাজিক নিরাপত্তা দরকার হয়।

আবিরার মেসেজটা পড়ে চুপ করে গেল মহুল। অভ্র কি-বোর্ডে এতক্ষণ বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাংলা টাইপ করছিল। এখন যেন আর হাত সরছে না। আবিরার কথার উত্তরে কী লিখবে ও নিজেই জানে না। আসলে গতকাল রাতে অফিস থেকে ফেরার পথে অটোতে যা ঘটেছে সেটা আবিরাকে বলার পরেই দুই বান্ধবীর সাধারণ আলোচনাটা বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, ভায়োলেন্স, মেয়েদের নিরাপত্তা এসব বিপজ্জনক মোড় ঘুরে-ফিরে অনিবার্যভাবেই বিয়েতে এসে আটকে গিয়েছে। যেন বিয়ে ছাড়া মেয়েদের সুরক্ষিত থাকার আর কোনও পথ নেই। মহুল চুপ করে আছে দেখে আবিরা আবারও লিখল,

—চুপ করে থাকলে চলবে না কিন্তু। আমি যেন তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ পাই। সেই সুযোগে তোদের কলকাতাটাও আমার একবার ঘোরা হয়ে যাবে।

কাটা-কাটা, বিচ্ছিন্ন কটা শব্দ লেখার চেষ্টা করেও, আঙুলের ছোঁয়ায় তা মুছে ফেলল মহুল। উত্তরে একটা বড় স্মাইলি পাঠিয়ে দিয়ে অফলাইন হয়ে গেল।

আবিরা জামশেদপুরের মেয়ে। এখন বিদেশে থাকে। একটি নামকরা কোম্পানিতে জব করে। ওরা স্বামী-স্ত্রী একই অফিসে আছে বলে, কাজ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। আবিরার আড়াই বছরের বাচ্চাটা সারাদিন ন্যানির কাছে থাকে। একমাত্র রাতেই সে বাবা-মায়ের সঙ্গ পায়। যতটা প্রশস্ত পথ একটা মানুষকে মাথা উঁচু করে হাঁটতে সাহায্য করে, আবিরা ঠিক ততটাই পেয়েছে। আবিরার জীবনে আসলে প্রয়োজন শব্দটার তেমন কোনও জায়গা নেই। অর্থ, সম্মান, যশ— সবই তার হাতের মুঠোয়। মহুলের মনে হয়, এই ধরনের জীবন আসলে অর্জিত আশীর্বাদের মতো। প্রিয়তমা বান্ধবীর সঙ্গে নিজের অতীতের নেগেটিভ কথাগুলো শেয়ার করতে গিয়েও বারবার ও থমকে যায়।

বছরখানেকের বন্ধুত্ব ওদের। কিন্তু এখনও একবারও সামনাসামনি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। মহুল যে লাইফস্টাইল ম্যাগাজিনটায় আছে, তার রান্নাবান্না বিভাগে ইলিশ মাছের একটা রেসিপি পাঠিয়েছিল আবিরা। সেই থেকেই ওদের পরিচয়। প্রথম দিন কথা বলার পরেই ওরা আপনি থেকে তুমিতে নেমেছিল। আর এখন তো তুই-তোকারিই চলে। মাঝে মাঝে চরম হতাশার দিনগুলোতে আবিরাকে শুধু মা-বাবার সঙ্গে নিজের দূরত্বের কথা বলে মহুল। নিজেদের তিনতলা বাড়িটাতে ও যে একরকম ঘরবন্দি, সেটাই নানাভাবে বোঝাতে চায়। আবিরা বলে,

—মিটিয়ে নে না। জীবনে বাবা মায়ের মতো আপনজন আর কি কেউ আছে?

মহুল ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে। তবুও জীবনের আট-আটটি অভিশপ্ত বছরের কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না। এক-একদিন গভীর রাতে আবিরা ফোন করে। নিজেদের যৌথ জীবনযাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়। মহুল শিউরে ওঠে। তার রাতের সস্তা পোশাক বেয়ে যৌবনের থইথই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে কর্মক্লান্ত পায়ের পাতার দিকে। আবিরা নির্লজ্জের মতো বলে চলে,

—ছেলে হয়ে গিয়েছে তবুও ওর শখ মেটেনি জানিস! এখনও সেই একই রকম ওয়াইল্ড। আমিই বরং টায়ার্ড হয়ে যাই।

ওদের কথার মাঝে টুস্পি কেঁদে উঠলে তাড়াতাড়ি ফোনটা কেটে দেয় মহুল। মিনিট পাঁচেকের জন্য ফোন অফ করে রাখে। পরে আবিরাকে জানিয়ে দেয়,

—একেবারে চার্জ ছিল না রে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড!

ডিভোর্সের সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সময় মহুলের পাশে কেউ ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের ঝঞ্ঝাটগুলো মাকে অনেকবার জানিয়েছিল মহুল। কিন্তু, বিশেষ পাত্তা পায়নি। এখন মহুলের মনে হয়, বাড়ি থেকে সম্বন্ধটা হয়েছিল বলেই মা তখন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে চিরকালই ওর অনেকখানি মানসিক দূরত্ব। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন কেবল। মাথা ঘামাননি। অরিন্দমকে ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেই বাড়ির লোকেদের কাছে মহুল এক অচেনা গ্রহের বাসিন্দা হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথমবার হিসেবের খাতা বের করে বিকৃত মুখে বাবা দেখিয়েছিলেন,

—সাড়ে এগারো লাখ খরচ হয়েছিল তোমার বিয়েতে। পরের পাঁচটা বছরে ধরে রাখো আরও দু'লাখ। এর পরেও যদি তোমার সিদ্ধান্ত একই থাকে, আমি আর কিছু বলব না।

তখন শুধু হিমাদ্রির সাপোর্ট ছিল। তার শক্ত হাতটা ধরেই মহুল এক কাপড়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। আসবাবপত্র, গয়নাগাঁটি কিছুই ফেরত পায়নি ও। হিমাদ্রি সেসময় অনেক করেছে ওর জন্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হিমাদ্রির ঋণ মহুল শোধ করতে পারবে না। তবে ওই মানুষটার সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকাও অসম্ভব। মাঝে-মাঝে একা একা বসে মহুল ভাবে, ঋণ শোধ করার জন্যই কি সেই সময় হিমাদ্রিকে বিয়ে করেছিল ও? না কি, ও হিমাদ্রিকে সত্যিই ভালোবেসেছিল? দ্বন্দ্ব আর প্রশ্ন চিহ্নের ভিড়ে মনের মধ্যে মেঘ করে এলেই, দেড় বছরের টুস্পি হামা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি চোখের জল সামলে নেয় মহুল। মহুল আর হিমাদ্রির মেয়ে টুস্পি। মেয়েটা হিমাদ্রির মতো হয়েছে। অবিকল বাবার মতোই টিকালো নাক, গভীর কালো দুটো চোখ। ঘন ভ্রু জোড়া! মায়ের মতো কেবল দুই গালে দুটো গভীর টোল পড়ে। মেয়ের ছোট্ট পেটে কাতুকুতু দিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয় মহুল। টুস্পি খিলখিলিয়ে হাসে। তার গালে মহুল আনমনে হাত বোলায়।

হিমাদ্রি মহুলের ক্লাসমেট ছিল। হাইস্কুলে ওরা দু'বছর একসঙ্গে পড়েছে। ছেলেটা শুরু থেকেই মহুলকে একটু আলাদা নজরে দেখত। কিন্তু কোনও দিন প্রেম নিবেদন করেনি। অরিন্দমের সঙ্গে সম্পর্কটা যখন একেবারে শেষের পথে, ঠিক সেই সময়েই আবার যোগাযোগ হয়েছিল ওদের। ডুবে যাওয়ার সময় মানুষ যেমন সামান্য খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরে, তেমন করেই হিমাদ্রিকে জড়িয়ে ধরেছিল মহুল। ম্যাগাজিনের চাকরিটা ওকে হিমাদ্রিই করে দিয়েছিল। এখন ওইটুকুই ওর ভরসা। সাড়ে আট হাজারের মতো পায় মহুল। ওদের মা-মেয়ের তাতেই চলে যায়। মাঝে মাঝে নিজে থেকেই ওর বাবা হাতে কিছু গুঁজে দেন। দাদা বউদি টুস্পি খেলনা-পুতুলে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। যদিও সেসবে মহুলের আপত্তি আছে। ও বলে,

—আমার সামর্থ্য বুঝেই টুস্পিকে বড় হতে হবে। একবার ভালো জিনিসের অভ্যেস হয়ে গেলে পরে আর সাধারণে মানাতে পারবে না। আমি চাই না ওর স্বভাবটা খারাপ হয়ে যাক।

নিজের কোমল স্বভাবের ওপর কাঠিন্যের একটা নকল বর্ম চাপিয়ে মহুল সকলের থেকে একটু দূরেই থাকে। আবিরার সঙ্গে মহুল কোনও দিনই নিজের তুলনা করে না। ওর কাছে আবিরা মেয়েটা একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর মতো। জীবনের টুকরো টুকরো আনন্দ দু'-হাতে মেখে নিয়ে কঠিন পাথরের ধাপ কেটে কেটে সে অবিরাম এগিয়ে চলেছে। তাকে বাঁধবে সে সাধ্য আছে কার! আর মহুল? শ্যাওলা আর পাঁকে ওর গতিপথ এখন প্রায় রুদ্ধ। সামান্য এগোতে গেলেও ওকে পায়ে কাদা মাখতে হয়। হিমাদ্রি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু মহুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে আর ফিরবে না।

অরিন্দমকে ছেড়ে এসে মহুলকে একটা দিনও কষ্ট পেতে হয়নি। হিমাদ্রির উপস্থিতি ঘন ওমের মতো চব্বিশ ঘণ্টা ওকে আঁকড়ে ছিল। গভীর রাতে বাড়ির সকলে যখন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, বিছানায় একলা শুয়ে মহুল আবিরার কথা ভাবে। ওদের দু'-জনেরই মাত্র চৌত্রিশ বছরের জীবন। সব চাওয়া-পাওয়া যে মুছে যাবে, তেমন বয়স তো হয়নি। চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা মহুলেরও কি নেই? সেও কি চায় না দিনের শেষে কোনও উন্মাদ পুরুষের রোমশ চওড়া বুকে তাকে আঁকড়ে ধরুক। মহুলকে আটকে রাখার কোনও চেষ্টাই অরিন্দম করেনি। নিজের অক্ষমতা লুকোতে দিনের পর দিন ভীরু-কাপুরুষটা মহুলের দোষ দিয়ে যেত। শাশুড়ি সন্দেহ করতেন যে, ওর অন্যত্র অ্যাফেয়ার আছে। নাহলে বিয়ের পাঁচ বছর পরেও বাচ্চা চাইছে না বউ, এমন তো হতে পারে না! একদিন রাগে অন্ধ হয়ে ফেটে পড়েছিল মহুল,

—বাচ্চা চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না মা। বিশেষ করে যে মেয়ের স্বামী অক্ষম, সে কি অন্যের কাছ থেকে বাচ্চা ভিক্ষে করে আনবে? অরিন্দমের রিপোর্টগুলো বোধহয় আপনার চোখে পড়েনি?

মহুলের নরম গালের ওপর ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল অরিন্দম। সেই দিনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ও। রোজ রোজ মরার চেয়ে একেবারে সব শেষ করে দেওয়াই তো ভালো। হিমাদ্রিকে বরাবরই খুব নির্বিবাদী, ছাপোষা একটা মানুষ বলেই মনে হত; কিন্তু ওবাড়ি থেকে চলে এসে যখন মহুল নিজের বাবা-মায়ের থেকেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল হিমাদ্রি আসলে একটা লড়াকু ছেলে। কখন যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছিল মহুল নিজেও টের পায়নি।

অরিন্দমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি মহুলকে কাঁদায়নি। ওর চোখে তখন নতুন পুরুষের নেশা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হিমাদ্রি বিয়ের জন্য জোর করতে শুরু করেছিল। খুব কাছের ক'টা মানুষ ছাড়া আর কাউকেই ওরা ডাকেনি। রেজিস্ট্রির পর মহুল আর হিমাদ্রি একটা সুখের কুঁড়েঘর বেঁধেছিল। কিন্তু টুস্পি আসার ঠিক আগেই যে কী হল, সামান্য সামান্য ব্যাপারেও হিমাদ্রি রাগ করে ঘরের জিনিস ভাঙচুর করত। একদিন তো মহুলের গায়েও হাত তুলেছিল। হিমাদ্রির ওই বদলটা মহুল কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। দু'-কান কাটার মতো নিজের বাপের বাড়ির শরণাপন্ন হয়েছিল ও। এখন মেয়েকে বুকে আঁকড়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধহয় অর্থের অভাবই হিমাদ্রিকে সেসময় অতটা অস্থির করে তুলেছিল। আবিরা যখন রসিয়ে রসিয়ে নিজের বরের প্রতিপত্তির কথা গল্প করে, মহুল মনে মনে হিমাদ্রিকে কল্পনা করে। ওর ভীষণ ইচ্ছে করে, আবারও ওই ভাড়াবাড়িটায় ফিরে গিয়ে সব মিটিয়ে নিতে। কিন্তু বাচ্চাটার মুখের দিকে চেয়ে মহুল সাহস পায় না।

—এভাবে আর কতদিন নিজের কাজের জন্য আমাকে ব্যবহার করবে তুমি?

—টেক ইট ইজি মাই লাভ। এটাই তো জীবন। গিভ অ্যান্ড টেক।

বিধ্বস্ত আবিরা নিজের লজ্জাটুকু কোনওমতে ঢেকে নিয়ে হোটেল রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল। এভাবে আর কত দিন নিজের রূপ বিক্রি করে সৌরাংশুর হাতে সাফল্যের ট্রফি তুলে দিতে হবে জানে না আবিরা। তার গ্ল্যামারাস ত্বক, টানটান নির্মেদ চেহারা সবই তো আসলে ওই লোকটার পাতা ফাঁদ। বড় চাকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবিরার বাবা-মা ভেবেছিলেন দুনিয়াটাই বোধহয় জয় করে ফেলেছেন। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সৌরাংশুর লুকনো নখ আর দাঁত বেরিয়ে এসেছিল। টাকার জন্য প্রায় প্রত্যেকদিন আবিরার সঙ্গে অশান্তি করত সৌরাংশু। আবিরা নিজের বাড়ির লোকের কাছে হাত পাততে রাজি না হলে গালিগালাজ, মারধোর কোনওটাই সে বাকি রাখত না। শেষে একদিন নিজের কিছু খাস ক্লায়েন্টকে সৌরাংশু বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সেই দিন থেকেই নোংরা খেলাটা শুরু হয়েছে। আবিরা জানে না এইভাবে আর কতদিন ও বেঁচে থাকবে। বিয়ের আগে ও তো একটা ছোট্ট বাড়ির স্বপ্ন দেখত। স্বামী আর সন্তান নিয়ে একটা সুখের সংসার। সেখানে যদি সামান্য অভাব, সামান্য একটু টানাটানি থাকে তো থাকবে। অভাবও তো জীবনেরই একটা অঙ্গ! কিন্তু, নাহ! সে জীবন আবিরা পায়নি। রাজপথের ধারে দাঁড়ানো পাথরের নারীর মতো ওকে এখন সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। যখনই অতিথি আসবে, তখনই নিজেকে মেলে ধরে আপ্যায়ন করতে হবে। ফেরার সময় অথিতি সোনার মোহর ছড়িয়ে যাবে আর মুঠো ভরে সে অর্থ কুড়িয়ে নেবে সৌরাংশু। রাগে ঘেন্নায় কাঁদতে কাঁদতে আবিরা বলে উঠল,

—একটা নির্লজ্জ শয়তান।

আজ প্রথমবার আবিরার মনে হচ্ছে, তার জীবনে একজন সত্যিকারের বন্ধুর বড় প্রয়োজন। যাকে অকপটে সব কথা খুলে বলা যায়। প্রতিটা আঘাতের দিনে যাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদা যায়। সৌরাংশু রাতভর পার্টিতে মেতে থাকবে। ওর কান্নায় তার কিচ্ছু যায় আসে না।

আবিরার ছেলেটা ঘুমিয়ে কাদা। অন্ধকার ঘরের নিঃসঙ্গতাও যেন আবিরাকে দংশন করতে আসছে। এতদিন নিজের যাবতীয় কল্পনা মিশিয়ে মহুলকে জ্বালিয়ে এসেছে ও। ওর সুখের কথা শুনে না জানি ওই একলা মেয়েটা কতটা পুড়েছে! অথচ সুখ তো আবিরার জীবনে একটা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। কোথাও তো তার অস্তিত্ব নেই।

আবিরার সত্যিটা জানলে মহুল কি ওকে ঘেন্না করবে? না কি সাজানো কথার পরদা ভেদ করে দু'টি নারী খুব সহজেই নিজেদের গল্পটা মিলিয়ে নিতে পারবে? না-পাওয়াগুলো ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে বইতে শুরু করবে ওরা! আবিরা জানে না, তবুও আজ বড্ড ইচ্ছে করছে সমস্ত সাজানো কথাগুলো মুছে ফেলে মহুলকে নিজের সত্যিটুকু জানাতে। কান্নায় শ্রান্ত চোখ দুটো মুছে নিয়ে আলতো হাতে মোবাইলটা তুলে নিল আবিরা। আজ আর দেশ-কালের ভেদাভেদ নেই। ওরা দু'টি নদী মিলেমিশে বইবে একই মোহনার দিকে।